৮ বছর পর উমরাহ পালনের সুযোগ পাচ্ছেন ইরানিরা

সারে-জমিন

বিড়ি শিল্পের শিশু শ্রমিকদের উদ্ধার

রূপসী বাংলা

গাজা-ইসরায়েল নিয়ে চিনের সঙ্গে কি মার্কিন সংঘাত হবে?

সম্পাদকীয়

ছাত্রদের নিয়ে উদ্ভিদ উদ্যানে প্রকৃতি পাঠ

সাধারণ

ফিফার বর্ষসেরার তালিকায় মেসি, সঙ্গে এমবাপ্পে-হলান্ড

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩
২৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
৩০ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 337 ■ Daily APONZONE ■ 15 December 2023 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

সংসদ হামলায় মুসলিম থাকলে ঝড় উঠত: সাংসদ রাজীব

আপনজন ডেস্ক: লোকসভা ও রাজ্যসভায় বিরোধীরা বৃহস্পতিবার সংসদের নিরাপত্তা নিয়ে উচ্চস্বরে স্লোগান দিয়েছে, সরকারের কাছে জবাব দাবি করেছে। কিন্তু তাদের কোনো প্রশ্নের উত্তর সরকার দেয়নি, তবে সংসদে অনুপযুক্ত আচরণের কারণে বিরোধী দলের ১৫ জন সংসদ সদস্যকে শীতকালীন অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। পরে তা কমে হয় ১৪জন। হাউস থেকে সাংসদদের সাসপেন্ড করার বিষয়ে জেডিইউ সাংসদ রাজীব রঞ্জন বলেছেন, এই সাংসদদের সাসপেনশন সরকারের ব্যর্থতা আড়াল করার জন্য করা হয়েছিল এবং এইভাবে সরকার বিরোধীদের মধ্যে ভয় তৈরি করতে চায়, কিন্তু তাদের তা বোঝা উচিত নয়। ভয় সৃষ্টি করে শাসন করা যাবে না। রাজীব আরও বলেন, বুধবার যে দু'জন লোক সংসদে প্রবেশ করেছিল তারা যদি মুসলমান হত বা কংগ্রেস নেতা যে তাদের পাস দিত আজ বিজেপির লোকেরা সারা দেশজুড়ে ঝড় তুলত। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তারা মুসলমান ছিলেন না। কংগ্রেস সাংসদ আব্দুল খালিক বলেন, যাকে সাসপেন্ড করা উচিত ছিল তাকে তারা সাসপেন্ড করেনি, সংসদে প্রবেশের পাস একটি বিজেপি সাংসদ জারি করেছিলেন, তা সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমরা শুধু দাবি করেছি এই ঘটনার নিন্দা করা উচিত।

সংসদে রংমশাল হামলা নিয়ে সরব বিরোধীরা

সাসপেন্ড ১৪ সাংসদ

আপনজন ডেস্ক: গতকাল বিকেলে সংসদের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের একদিন পর সংসদের কার্যক্রম ব্যাহত করার অভিযোগে ১৪ জন বিরোধী সাংসদকে লোকসভা থেকে এবং একজনকে রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। ডিএমকে সাংসদ এস আর পার্থিবান সংসদে উপস্থিত না থাকায় সরকার তাঁর সাসপেনশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সাসপেন্ড হওয়া সাংসদদের সংখ্যা একের পর এক কমে যায়।
বরখাস্ত হওয়া সাংসদদের একজন হিসেবে পার্থিবানের নাম ছিল। শীঘ্রই ডিএমকে সূত্র দাবি করে যে সাংসদ সংসদে উপস্থিত ছিলেন না এবং তিনি তামিলনাড়ুতে ছিলেন। সন্ধ্যার মধ্যে কেন্দ্র স্পষ্ট করে জানায়, পার্থিবানের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে কারণ এটি "ভুল পরিচয়ের মামলা"।
সাসপেন্ড হওয়া সাংসদদের মধ্যে কংগ্রেসের নয়জন, সিপিএমের দু'জন, সিপিআইয়ের একজন এবং ডিএমকে-র একজন রয়েছেন। বহিষ্কৃতদের মধ্যে রয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ মনিকম ঠাকুর, মহম্মদ জাভেদ, ভি কে শ্রীকান্দান, বেনি বেহানন, ডিএমকে সাংসদ কে কানিমোঝি, সিপিএম সাংসদ পিআর নটরাজন ও এস ভেঙ্কটেশান এবং সিপিআই সাংসদ কে সুব্বারায়ান।
এদিকে, রাজ্য সভার তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনকে এই অধিবেশনের বাকি অংশের জন্য "উচ্ছৃঙ্খল আচরণের" জন্য রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তবে সাসপেন্ড হওয়া সত্ত্বেও তিনি ঘর ছাড়তে রাজি হননি এবং বিজেপির পীযূষ গোয়েলের প্রস্তাবের পরে বিষয়টি হাউসের বিশেষাধিকার কমিটিতে পাঠানো হয়েছে।
কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ কেসি বেণুগোপাল এই

স্থগিতাদেশকে "ভয়ঙ্কর, অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ" বলে অভিহিত করেছেন।
তিনি বলেন, 'গতকাল সংসদে ভয়াবহ নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনায় সরকারের কাছে জবাব চাওয়ায় বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের সাময়িক বরখাস্ত রে একটি ভয়াবহ, অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ। একদিকে জবাবদিহিতার দাবিতে পাঁচ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, অন্যদিকে দুর্বৃত্তদের প্রবেশে সহায়তাকারী বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এটা গণতন্ত্রের হত্যা। বিজেপি সরকার সংসদকে রাবার স্ট্যাম্পে পরিণত করেছে। এমনকি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভানও অবশিষ্ট নেই," তিনি এক্স-এ লিখেছেন।
এর আগে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী পাঁচ কংগ্রেস সাংসদ টিএন প্রথাপন, হিবি ইডেন, জোথিমানি, রাম্য হরিদাস এবং ডিন কুরিয়াকোসকে অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য সাসপেন্ড করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন।
তিনি বলেন, "আমি নিম্নলিখিত প্রস্তাব করছি যে এই হাউসটি টিএন প্রথাপন, হিবি ইডেন, জোথিমানি, রাম্য হরিদাস এবং ডিন কুরিয়াকোস কুরিয়াকাসের অসদাচরণ করেছে এবং এই চেয়ারের কর্তৃত্বকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করেছে এবং চেয়ার কর্তৃক মনোনীত হয়েছে... রিমাইন্ডার সেশনের জন্য তাকে হাউসের পরিষেবা থেকে বরখাস্ত করা হবে," প্রস্তাবে বলা হয়েছে। সভাপতিত্ব করেন বি মাহতাব।
আগামীকাল সকাল ১১টা পর্যন্ত মুলতবি করা হয়েছে লোকসভার অধিবেশন।এর একদিন আগে জিরো আওয়ার রে সময় লোকসভার ভিজিটর গ্যালারি থেকে দু'জন লাফিয়ে পড়ে ধোঁয়ার ক্যানিস্টার ফাটানোর ঘটনায় উত্তেজনার মধ্যেই আজ সংসদ পুনরায় শুরু হয়েছে। মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে বিজেপির দুই নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কারণে প্রধানমন্ত্রী বুধবার সংসদে ছিলেন না।
বুধবার পার্লামেন্টের ভেতরে ও বাইরে নিরাপত্তা আতঙ্কে অন্তত ছয়জন জড়িত ছিলেন। দু'জন লোক বাড়ির ভিতরে ধোঁয়ার ক্যানিস্টার গুলি ছুড়েছিল, এবং একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা বাইরে তাদের ফেটে ফেলেছিল। চারজনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে, পাশাপাশি গুরগাঁওয়ের বাড়িতে আশ্রয় দেওয়ার জন্য এক স্বামী ও তার স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই চার জনের নাম সাগর শর্মা, ডি মনোরঞ্জন, নীলম দেবী ও অমল শিন্ডে এবং গুরগাঁওয়ের ওই ব্যক্তির নাম ভিকি শর্মা। ষষ্ঠ জন পলাতক রয়েছেন। যে চারজন ধূমপানের ক্যানিস্টার মোতায়েন করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রাসঙ্গিক ধারাছাড়াও কঠোর সন্ত্রাসবিরোধী আইন বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনে অভিযোগ আনা হয়েছে। ভিকি শর্মার স্ত্রী-সহ এই ছয় জনকে দিল্লি পুলিশের সন্ত্রাস বিরোধী সেল জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এদিকে, আতঙ্কের কারণে কর্তৃপক্ষ নতুন পার্লামেন্টে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে বাধ্য হয়েছে, যার মধ্যে সাময়িকভাবে দর্শনার্থীদের নিষিদ্ধ করা এবং গণমাধ্যমসহ অপ্রয়োজনীয় কর্মীদের সীমাবদ্ধ করা রয়েছে। এই লঙ্ঘনের পরে লোকসভার সাত জন কর্মীকেও সাসপেন্ড করা হয়েছে। বিরোধীরা এই ঘটনা নিয়ে বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সিমহার বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানিয়েছে, যেহেতু হামলাকারীদের ভিজিটর পাস দেওয়া হয়েছিল সিমহার অফিসের অনুরোধের পরে।

২০২৪ সালের হজ যাত্রায় খরচ কমছে ৫০ হাজার টাকা!

আপনজন ডেস্ক: ২০২৪ সালে হজে যাওয়ার জন্য প্রথম পর্যায়ে 'হজ ফর্ম' পূরণ করা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে ফর্ম পূরণ করা হবে। অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও রাজ্য হজ কমিটির তত্ত্বাবধানে হজ যাত্রীদের হজে যাওয়ার প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।
তবে, সূত্রের খবর সৌদি সরকার ২০২৪ সালে সারা বিশ্ব থেকে আগত হজযাত্রীদের খরচ কমিয়েছে। এ ব্যাপারে বিহার রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, সৌদি সৌদি সরকার ২০২৪ সালের হজের খরচ ২৫২১ রিয়াল কমানোর ঘোষণা দিয়েছে, যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৫৫হাজার টাকা। তবে এর মধ্যে হজের কুরবানির খরচ ধরা নেই। সেই খরচ নিজেদের করতে হবে।
যদিও এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হজ কমিটির আধিকারিক সূত্র জানিয়েছে, তাদের কাছে এখনও এধরনের কোনও নির্দেশ আসেনি কেন্দ্রীয় হজ কমিটির তরফ থেকে। আগামী রবিবার রাজ্য হজ কমিটির বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হতে পারে।
তবে, বিহার রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ আবদুল হক জানিয়েছেন, বিহারে ২০২৪ সালের হজ যাত্রার প্রস্তুতি চলছে। গয়া এম্বারকেশন পয়েন্ট থেকে হজে যাওয়ার বিমানের ভাড়াও দেশের অন্যান্য ১৯ টি বিমানবন্দরের চেয়ে বেশি। এখানে ছোট ছোট প্লেন আসে অর্থাৎ এক প্লেনে ১৫০ জন হজযাত্রী পাঠানো হয়, অন্য জায়গায় এক প্লেনে ৩০০ জনের বেশি লোক যায়। তাই কলকাতা এম্বারকেশনের তুলনায় গয়া থেকে খরচ প্রায় ২৫ হাজার টাকা বেশি।
হজের খর কমা প্রসঙ্গে তিনি জানান, এখন পর্যন্ত ধারণা করা হচ্ছে ২০২৪ সালে গয়া

এম্বারকেশন পয়েন্ট থেকে যারা যাবেন তাদের মোট ব্যয় হিসেবে প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা দিতে হবে। গত বছর দিতে দিতে হয়েছিল ৪ লাখ ৩৬১ টাকা। বিহারের হজযাত্রীরাগয়া ছাড়াও কলকাতা থেকেও হজে যান। তিনি আরও জানান, কলকাতা থেকে ২০২৩ সালে প্রায় ১৭০০ হজযাত্রী কলকাতা থেকে রওনা হন এবং গয়া থেকে প্রায় ৩০০০ হজযাত্রী বিমান যাত্রা করেন।
বিহার হজ কমিটির চেয়ারম্যান আরও জানান, এবারও কলকাতা এম্বারকেশনের বিকল্প থাকবে। কলকাতা থেকে যারা যাবেন তাঁদের বিমান ভাড়া দিতে হবে ১,৪২,৪৯৮ টাকা এবং মোট খরচের পরিমাণ দিতে হবে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের হজ যাত্রায়ও কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। এবার ২০২৪ সালের হজ যাত্রায় ছোট শিশুরাও বাবা-মায়ের সঙ্গে হজে যেতে পারবে। ২০২৩ সালে ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের হজের সময় তাদের বহন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু এবার সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে দুই বছরের কম বয়সি শিশুদের জন্য ভাড়া হবে মাত্র ১০ শতাংশ। অর্থাৎ ভাড়ার পুরো পরিমাণের ওপর মাত্র ১০ শতাংশ ভাড়া দিতে হবে, এ ছাড়া হজ ফি ইত্যাদির পরিমাণও দিতে হবে না, তাই যারা তাদের ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চান তারাও হজের উদ্দেশ্যে রওনা হতে পারবেন। একই সঙ্গে এবার এমনও করা হয়েছে যে, একটি কোর গ্রুপের ধারণক্ষমতা পাঁচ জন। ২০২৩ সালের হজ যাত্রায় কোর গ্রুপে রাখা হয়েছিল মাত্র চারজনকে।
বিহার হজ কমিটির চেয়ারম্যান সাংবাদিকদের কাছে দেশের অন্যান্য জায়গা থেকে যাওয়া ২০২৪ সালের হজযাত্রার সম্ভাব্য ব্যয় সম্বন্ধে সাংবাদিকদের জানান।
বিহার: বিমানের ভাড়া ১৬৮,০০০ টাকা, মোট খরচ ৩৫০,০০০ টাকা
শ্রীনগর: বিমানের ভাড়া ১,৬২,০০০ টাকা, মোট খরচ ৩,৪৫,০০০ টাকা।
ঔরঙ্গাবাদ: বিমানের ভাড়া ১,৬০,০০০ টাকা। মোট খরচ ৩,৪৩,০০০ টাকা।
গুয়াহাটি: বিমান ভাড়া ১ লাখ ৪৯ হাজার মোট খরচ ৩ লাখ ৩২ হাজার।
কলকাতা: বিমান ভাড়া ১ লাখ ৪২ হাজার মোট ব্যয় ৩ লাখ ২৩ হাজার।
চেন্নাই: বিমান ভাড়া ১ লাখ ১৩ হাজার। মোট ব্যয় ২ লাখ ৯৩ হাজার।
মুম্বাই: বিমানের ভাড়া ৭১,৮১২ টাকা, মোট দাম ২,৫৫,০০০ টাকা
হায়দ্রাবাদ: বিমান ভাড়া ৭১৪৬৬ মোট খরচ ২ লাখ ৫৪ হাজার
বেঙ্গালুরু: বিমান ভাড়া ৭০১৬৬ টাকা, মোট খরচ ২ লক্ষ ৫৪ হাজার। উল্লেখ্য, মে মাসে শুরু হবে ২০২৪ সালের হজ যাত্রা।

১২৮১টি মাদ্রাসার নাম বদলে স্কুল করে দিয়েছে অসম সরকার

জানালেন শিক্ষামন্ত্রী রানুজ পেগু

আপনজন ডেস্ক: অসম সরকার সে রাজ্যের ৩১ টি জেলার অন্তত ১২৮১টি মাদ্রাসার নাম পরিবর্তন করে সাধারণ স্কুলের নাম রেখেছে। বৃহস্পতিবার কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রানুজ পেগু তার এক্স হ্যান্ডেলে তথ্য শেয়ার করেছেন।
তিনি লিখেছেন, অসমের মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (এসইবিএ)-এর অধীনে সমস্ত সরকারি ও প্রাদেশিক মাদ্রাসাকে সাধারণ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অসম সরকার। তাই আসামের স্কুল শিক্ষা বিভাগ আজ একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১২৮১টি সংখ্যালঘু মাদ্রাসার নাম ঘোষণা করেছে যেসব মাদ্রাসাগুলোকে মধ্য ইংরেজি স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে।
তিনি জানান, রাজ্য সরকারের অনুমোদন অনুসারে, আসামের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে ১২৮১টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবিলম্বে কার্যকরভাবে এমই স্কুল হিসাবে নামকরণ করা হবে।
পেগুর শেয়ার করা অসম সরকারের নির্দেশ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে, ২০২১ সালের জানুয়ারিতে, অসমসরকার একটি আইন পাস করেছিল, যা রাজ্যের সমস্ত সরকারি মাদ্রাসাকে সাধারণ স্কুলে পরিণত করার পথ প্রশস্ত করেছিল। বেসরকারি মাদ্রাসা ব্যতীত, এটি রাজ্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, আসাম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, আসাম (এসইবিএ) এর অংশ ছিল এমন ৭৩১ মাদ্রাসা এবং আরবি কলেজগুলিকে তার আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।
উল্লেখ্য, এই বছরের মার্চে কর্নাটকের একটি সমাবেশে, আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঘোষণা করেছিলেন যে তার সরকার ৬০০টি মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছে এবং এটি সমস্ত মাদ্রাসা বন্ধ করার পরিকল্পনা করেছে কারণ তারা ইসলামিক ধর্মীয় কেন্দ্রের চেয়ে শিক্ষামূলক। তারা প্রতিষ্ঠানটিকে গুরুত্ব দেয়।

মথুরার শাহী ঈদগাহ চত্বরে সমীক্ষা হবে, রায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের

আপনজন ডেস্ক: এলাহাবাদ হাইকোর্ট বৃহস্পতিবার মথুরার শাহী ঈদগাহ মসজিদ প্রাঙ্গণে সমীক্ষার জন্য আদালতের তত্ত্বাবধানে অ্যাডভোকেট কমিশনার নিয়োগের আবেদন মঞ্জুর করেছে।
এলাহাবাদ হাইকোর্ট বলেছে, অ্যাডভোকেট কমিশনার নিয়োগের আবেদনের শুনানি ১৮ ডিসেম্বর করা হবে এবং পরে রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
বিচারপতি মায়াঙ্ক কুমার জৈনের সমন্বয়ে গঠিত একক বিচারপতির বেঞ্চ শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দির কমিটি ও আরও সাত জন হিন্দু বাদীর পক্ষে দায়ের করা আবেদনের ভিত্তিতে এই আদেশ দেয়।
উল্লেখ্য, হাইকোর্টে বিচারাধীন মূল মামলার অংশ হিসাবে শাহী ঈদগাহ মসজিদ প্রাঙ্গণে আদালতের তত্ত্বাবধানে সমীক্ষা আবেদন দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে বাদীরা (হিন্দু পক্ষ) দাবি করেছেন যে মথুরা শাহী ঈদগাহ মসজিদটি কৃষ্ণ জন্মভূমি জমির উপর নির্মিত হয়েছিল এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত জন্মস্থান মসজিদের নীচে অবস্থিত। আবেদনকারীরা দাবি করেছেন, শাহী ঈদগাহ মসজিদটি আসলে একটি হিন্দু মন্দির ছিল এমন প্রমাণ রয়েছে। আবেদনে পদ্ম আকৃতির স্তম্ভের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা হিন্দু মন্দিরের স্থাপত্যের একটি ক্লাসিক বৈশিষ্ট্য। তাই আবেদনকারীরা মসজিদ চত্বর পরীক্ষা করতে একটি কমিশন নিয়োগের জন্য আদালতকে অনুরোধ করেছিলেন। আইনজীবী হরি শঙ্কর জৈন, বিষ্ণু শঙ্কর জৈন, প্রভাস পাণ্ডে এবং দেবকি নন্দনের মাধ্যমে এই আবেদন দায়ের করা হয়েছিল।

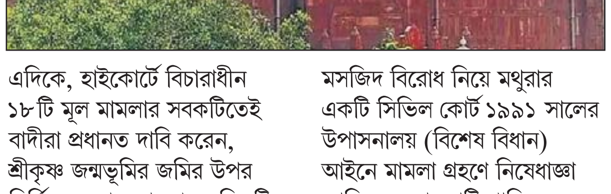

এদিকে, হাইকোর্টে বিচারাধীন ১৮টি মূল মামলার সবকটিতেই বাদীরা প্রধানত দাবি করেন, শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমির জমির উপর নির্মিত হওয়ার কারণে মসজিদটি অপসারণ করতে হবে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি-শাহী ঈদগাহ মসজিদ বিরোধ নিয়ে মথুরার একটি সিভিল কোর্ট ১৯৯১ সালের উপাসনালয় (বিশেষ বিধান) আইনে মামলা গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা জারি করে মামলাটি খারিজ করে। তবে ২০২২ সালের মে মাসে মথুরা জেলা আদালত সিভিল কোর্টের আদেশ বাতিল করে দেয়।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় দুঃখজনক: ল বোর্ড

আপনজন ডেস্ক: অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের মতে, মথুরার শাহী ঈদগাহ নিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায় অত্যন্ত দুঃখজনক এবং বিপজ্জনক পরিণতি বয়ে আনবে। মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের মুখপাত্র ড. সৈয়দ কাসিম রসুল ইলিয়াস এক বিবৃতিতে বলেন, এলাহাবাদ হাইকোর্ট মথুরার শাহী ঈদগাহের জরিপের অনুমতি দিয়ে কেবল ১৯৯১ সালের উপাসনালয় আইনই লঙ্ঘন করেনি, এটি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ১৯৬৮ সালের চুক্তিরও পরিপন্থী, যেখানে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে রফা হয়েছিল। ঈদগাহ ও মন্দিরের মধ্যে একর জমি ভাগ করা হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান সেবা প্রতিষ্ঠান এবং শাহী ঈদগাহ মসজিদ ট্রাস্টের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার ফলে ১০.৯ একর জমি কৃষ্ণ জন্মভূমি এবং ২.৫ একর জমি মসজিদের কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং বলা হয় বিরোধ চিরতরে শেষ। বোর্ডের মুখপাত্র কাসিম রসুল ইলিয়াস বলেছেন, এলাহাবাদ হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানাবে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড।

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো • এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ·)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
- প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ

সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০

দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট্ প্যাকসহ ১৪০০

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :

- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০
- বজ্রকলম ২৫০
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০
- পুস্তক সম্রাট ৯০
- অনন্য জীবন ১৫০
- মুসাফির ১১০
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০
- রক্তমাখা ডায়েরী ৩০

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

প্রথম নজর

পৌষ মেলার মাঠে বৈঠক করলেন মন্ত্রী চন্দনাথ সিনহা

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যবাহিত পৌষ মেলা এবার শান্তিনিকেতনে পূর্বপল্লী মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গতকাল থেকে যুদ্ধ তৎপরতায় মাঠ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নের কাজ চলছে অপরদিকে ইলেকট্রিক এবং জল পর্যাপ্ত পরিমাণে যাহাতে সরবরাহ করা যায় সেই সমস্ত কাজগুলি যথারীতি চলছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশে এবং বীরভূম জেলা প্রশাসন, শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী কর্মী অধ্যাপক সকলের সহযোগিতায় পৌষ মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র কুটির শিল্পমন্ত্রী চন্দনাথ সিনহা জানান দুই একদিনের মধ্যে স্টল বন্টন শুরু হবে। তারমধ্যে মেলার মাঠের সমস্ত কাজ খুব দ্রুত সেরে ফেলার চেষ্টা চলছে। বিশ্বভারতীর নান্দনিক ঐতিহ্য বজায় রেখে পৌষ উৎসব ও পৌষ মেলা অনুষ্ঠিত হবে । পৌষ উৎসব বিশ্বভারতী রীতিনীতি মেনে অনুষ্ঠিত হবে তার সঙ্গে সঙ্গে পৌষ মেলা হবে। মন্ত্রী আরো জানান আমরা সকলে মিলে একসঙ্গে একত্রিত হয়ে বিশ্বভারতীর ঐতিহ্য বজায় রেখে এবং মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে পৌষ মেলা অনুষ্ঠিত হবে।

শিক্ষক বদলির বিজ্ঞপ্তি: খুশি মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠন

আপনজন: মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় দীর্ঘদিনের দাবি মতো শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মচারীদের সাধারণ বদলির যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হতে চলেছে তাতে খুশির হাওয়া শিক্ষা মহলে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসার টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি এ কে এম ফারহাদ বলেন, তার সংগঠনের তরফে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন দপ্তরের অধীন মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন সহ বিভিন্ন দপ্তরে একাধিকবার প্রস্তাবিত পত্র নিয়ে হাজির হয়েছিল প্রতিনিধি দল। তার দাবি, তারই ফলশ্রুতি শিক্ষক বদলির বিজ্ঞপ্তি। সেই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সাধারণ বদলির আবেদনের ভিত্তিতে মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলির কাজ দ্রুত শুরু হবে বলে আশাপ্রকাশ করেন ফারহাদ।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সিডিপিও, শোকজ শিক্ষিকা ও রাঁধুনিকে

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: খবরের জেরে নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। খবর প্রকাশিত হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী ও সহায়িকাকে শোকজ করলেন সিডিপিও। উল্লেখ্য,মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগমারা পশ্চিমপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী নাসরিন খাতুন ও সহায়িকা সাহেরা খাতুনের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে খাবারে বেনিয়ম ও সেন্টার বন্ধ রাখার অভিযোগ ছিল। ১৫ দিন ধরে সেন্টার বন্ধ রাখার অভিযোগ তুলে বুধবার বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন অভিভাবকেরা।আর এই খবর সংবাদ মাধ্যমে সম্প্রসারিত হতেই বৃহস্পতিবার সেন্টার পরিদর্শনে যান হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের সিডিপিও আব্দুল সাত্তার ও সুপারভাইজার। অভিভাবকদের অভিযোগ শুনে শোকজ করা হয় কর্মী এবং সহায়িকা কে। শোকজের যথোপযুক্ত জবাব না পাওয়া পর্যন্ত তাদেরকে বসিয়ে রাখা হবে বলে জানান সিডিপিও। সাথে অভিভাবকদের দাবি অনুযায়ী ওই কেন্দ্র অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা চলছে।সিডিপিও আব্দুল সাত্তার জানান, দুজনকে শোকজ করা হয়েছে। আপাতত তাদেরকে বসিয়ে রাখা হবে।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আব্দুল হায়ুম বলেন,অনেক অভিযোগ রয়েছে এই সেন্টারকে নিয়ে।এর আগেও ওই কর্মীকে তিনবার শোকজ করা হয়েছে।তা সত্বেও শোধরাননি তিনি।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কন্যাশ্রীদের নিয়ে সচেতনতা কর্মশালা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতাভুক্ত ছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে কর্মশালার আয়োজন। মূলত, বয়ঃসন্ধিক্ষনের পড়ুয়াদের ক্ষমতায়ন ও শিশু সুরক্ষার বিষয়ে আয়োজিত এদিনের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন কন্যাশ্রী প্রকল্পের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রজেক্ট ম্যানেজার ঈশা তামাং, গঙ্গারামপুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অর্পিতা ঘোষাল, যুগ্ম ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৈয়দ মোকসুদুর আহমেদ চৌধুরী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিউটি সরকার, গঙ্গারামপুর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক মানিক সিং, কন্যাশ্রী প্রকল্পের গঙ্গারামপুর ব্লকের নোডাল অফিসার বাসুদেব পাল, কন্যাশ্রী প্রকল্পের ডেটা ম্যানেজার অমিত কর্মকার সহ আরো অনেকে। উল্লেখ্য, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর, ব্লক স্তরে শিশু সুরক্ষা কমিটি থাকলেও জেলায় বাল্য বিবাহের ঘটনা প্রায়শই দেখা যায়। নানা সময় নাবালিকাদের বিয়ের পিঁড়িতে বসার চিত্র সামনে আসে। অভিযোগ দায়ের হয় থানাতেও। স্কুল ছুট পড়ুয়াদের মধ্যে এই প্রবণতা আরও বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। নাবালিকাদের বিয়ে রুখতে নানা রকম ব্যবস্থার প্রশাসনের তরফে নেয়া হলেও এখনো এই ব্যাধি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়নি এই জেলা। জানা গিয়েছে, ২০২৫ সালের মধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে সম্পন্ন বাল্যবিবাহ মুক্ত জেলা হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্যোগী জেলা প্রশাসন। সে বিষয়েই পড়ুয়াদের সচেতনতা বৃদ্ধি করবার জন্য এ দিন গঙ্গারামপুর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভা কক্ষে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ব্লকের অন্তর্গত ৩০ টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতা ভুক্ত ছাত্রীদের নিয়ে এদিন এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। এ বিষয়ে গঙ্গারামপুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অর্পিতা ঘোষাল জানান, 'জেলা ও ব্লক প্রশাসনের তরফে বাল্যবিবাহ রোধের বিষয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কি কি করণীয় এবং কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতাভুক্ত মেয়েদেরই বা কি করনীয় সে বিষয়ের উপর আজ আলোকপাত করা হয়।'

বিড়ি শিল্পের শিশু শ্রমিকদের উদ্ধার শিশু সুরক্ষা কমিটির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: বিড়ি পাতার দোকান, হোটেল, হলুদ মিল সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করানো হচ্ছে ছোট ছোট বাচ্চা শিশুদের। শিশুদের এই শিশু শ্রমিক বন্ধ করতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যৌথভাবে হানা দিল চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি, জেলা শিশু সুরক্ষা দপ্তর ও জেলা শ্রম দপ্তর। বৃহস্পতিবার বিকেলে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের পুরাতন ডাকবাংলা, ধুলিয়ান সহ বেশ কয়েকটি হোটেলে হঠাৎ হানা দিয়ে ছয়জন শিশু শ্রমিককে উদ্ধার করেন। ডেপুটি লেবার কমিশনার সহ শিশু সুরক্ষা দপ্তরের সিনিয়র আধিকারিকদের নেতৃত্বে এক বিশেষ টিম এসে সামসেরগঞ্জের বিভিন্ন হোটেল, বিড়ি পাতার দোকান, হলুদ মিল সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গুলোতে হানা দেয়। সেখান থেকেই উদ্ধার করা হয় শিশুদের। শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে মূলত এই অভিযান বলে জানা গিয়েছে শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে।

এদিকে হোটেল ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে শিশু শ্রমিকদের উদ্ধার ঘিরে রীতিমতো হইচই সৃষ্টি হয় এলাকা জুড়ে। শিশু শ্রমিকদের উদ্ধার করতে এই অভিযানের সময় উপস্থিত ছিলেন চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির জেলা চেয়ারপার্সন সোমা ভৌমিক, জেলা শিশু সুরক্ষা কার্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক এবং শ্রমদপ্তরের আধিকারিক বিতান দে সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।

মানুষের পেটে লাথি মারাটাই শাসকদলের রাজনীতি: শতরূপ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: "ভুয়ো ডিসিআর দিয়ে পাথরের গাড়ি থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার তোলাবাজি বন্ধ করো। গরীব সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের সর্বনাশ করে লুঠেরা পুঁজির কাছে ডেউচা-পাচামিকে বন্ধক দেওয়া চলবে না"- এই দাবিকে সামনে রেখে সিপিআইএম রামপুরহাট এক নম্বর ও দুনম্বর এরিয়া কমিটির ডাকে মহা মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার রামপুরহাটে। এদিন রামপুরহাট পাঁচমাথা মোড় থেকে মহা মিছিল সংঘটিত হয়ে শহর পরিক্রমা করে এবং ডাকবাংলা বাংলা মোড়ে জমায়েত হয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য নেতৃত্ব শতরূপ ঘোষ,সিপিআইএম জেলা কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য সঞ্জীব বর্মন ও জেলা কমিটির সদস্য সঞ্জীব মল্লিক প্রমুখ নেতৃত্ব। এদিনের সমাবেশে সিপিআইএম রাজ্য নেতা শতরূপ ঘোষ বলেন, মানুষের যেটা পাওনা সেটা পাচ্ছেন না।পশ্চিমবঙ্গে রেশনে চাল লুঠ হচ্ছে।রেশন দুর্নীতিতে শাসক দলের মন্ত্রী জেলে।রেশনে ৮০০ থেকে ১০০০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। তৃণমূল- বিজেপি নাকি পরস্পরের বিরাট বিরোধী। এদের দুর্ভাগ্যজনক যে এরা বিরোধী হওয়ার ফলে বিজেপির পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গা করতে অসুবিধা হয় না। আরএসএস এর স্কুল খুলতে অসুবিধা হয় না। আর মমতা ব্যানার্জির ভাই- ভাইপোদের চুরি করতে অসুবিধা হয় না। মাঝখানে এদের ঝঞ্ঝাটের জন্য কখনো রেশন আটকে যায়,তো ১০০ দিনের টাকা, আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের টাকা ও আটকে যায়। মানুষের ট্যাক্সের টাকায় মানুষের যেগুলো প্রাপ্য খাবার থেকে শুরু করে মজুরি, চিকিৎসা সেগুলো ও রাজনৈতিক মারামারির জন্য আটকে যায় কিন্তু এদের নিজেদের ইনকাম আটকায় না, নিজেদের রাজনীতি আটকায় না। কেন্দ্রে কোনো দল থাকবে, রাজ্যে কোনো দল থাকবে,এর আগেও তো হয়েছে- বামফ্রন্টের আমলেই ১০০ দিনের কাজ চালু হয়েছিল। রেশন ব্যবস্থা চালু হয়েছে, কিছু কিছু ব্যবস্থা আগেই চালু হয়েছিল। এটা কি সত্যি সত্যি রাজনীতি বলে? নাকি মানুষের পেটে লাথি মেরে নিজেদের পকেট গোছানো বলে? মন্তব্য করেন শতরূপ ঘোষ।

প্রশাসনের নজরদারি নেই, জলাশয় ভরাট হয়ে পরিণত কৃষি জমিতে

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: নামকরা এক বড় জলাশয় প্রশাসনের নজরদারির অভাবে ভরাট হয়ে ধীরে ধীরে দখল হয়ে পরিণত হচ্ছে কৃষি জমিতে। কিন্তু কিছুতেই হুঁশ ফিরছে না প্রশাসনের। চোখের সামনে এমন ঘটনা দেখে ক্ষুব্ধ পরিবেশ প্রেমী থেকে শুরু করে স্থানীয় কৃষকরা। জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা -১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের আংরাভাসা এলাকার ঘটনা।

অভিযোগ, চাচার বিল নামে একটি বড় জলাশয় প্রশাসনিক নজরদারির অভাবে দীর্ঘসময় ধরে খনন কাজ না করার কারণে বর্ষায় পলি মাটি পড়ে ধীরে ধীরে ভরাট হয়ে যাচ্ছে জলাশয়টি। সেই সুযোগেই দখল হয়ে যাচ্ছে জলাশয়। যার খেসারত দিতে হচ্ছে এলাকার কৃষকদের। জলের অভাবে অনেক কৃষক বর্তমানে পাট চাষ থেকে সরে এসেছে।

উল্লেখ্য, সরকারি এই জলাশয়ে একটা সময় সারাবছর জল থাকত। কৃষকেরা চাষের জমিতে সেচ করার জন্য সেই জল ব্যবহার করত। পাশাপাশি শীতকালে প্রচুর পরিমাণে পরিযায়ী পাখিরা এসে ভিড় জমাত এই জলাশয়টিতে। বর্তমানে পুরোটাই অতীত। কারণ বর্ষায় দু-মাসের বেশি আর জল থাকছে না। তাই শীতকালে আর আসছে না পরিযায়ী পাখিরা।

স্থানীয় বাসিন্দা ও এলাকার পঞ্চায়েতের দাবি, প্রশাসনকে জানানোর পরেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। দীর্ঘ সময় ধরে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবেই আজ এভাবে জলাশয়টি ভরাট হয়ে যাচ্ছে। সেই সুযোগেই অসাধু কিছু চাষী দখল করে চাষবাস শুরু করেছে। পরিযায়ী পাখিরাও জল না থাকার কারণে বহুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই পরিবেশপ্রেমী থেকে শুরু করে স্থানীয় কৃষক ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সকলেই চাইছেন পুনরায় জলাশয় টিকে খনন করে দখলমুক্ত করে প্রশাসন আগের চেহারা ফিরিয়ে দিক।

এলাকার কৃষক তাহের আলী জানান, একটা সময় সারাবছর এই জলাশয়টিতে জল থাকত। কৃষকরা চাষের জমিতে সেচের জন্য এই জল ব্যবহার করতো। পাট চাষীরা এই জলাশয়ে পাট পচাত। প্রশাসনের তরফে সংস্কার না করার কারণে ভরাট হয়ে গিয়েছে জলাশয়টি, তাই বর্ষার দুমাস ছাড়া জল থাকছে না ।পাশাপাশি দখল হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। জল না থাকার কারণে শীতকালে আগের মত পাখিরাও আসছে না। আমরা চাই জলাশয়টি খনন করে আগের রূপে ফিরিয়ে আনুক প্রশাসন।

এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য জাফর আলী বলেন, বিষয়টি নিয়ে কৃষকরা তার কাছে অভিযোগ করেছে। এবিষয়ে তিনি প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলবেন যাতে খনন করে আগের রূপ ফিরিয়ে দেওয়া যায়।

এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত উপ-প্রধান গোপাল চক্রবর্তী বলেন, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের ব্যর্থতার কারণে আজকে জলাশয়টি এভাবে দখল ভরাট হয়ে যাচ্ছে। আমরা এর আগে বহুবার তৎকালীন ধূপগুড়ি ব্লক থাকাকালীন ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিককে জানিয়েছিলাম তিনি কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বর্তমানে বানারহাট ব্লক এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য জাফর হোসেন তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করলে সেটি খনন করা যাবে।

এ বিষয়ে ধূপগুড়ি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক জয়দেব ঘোষ কে টেলিফোন করা হলে বলেন তিনি গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখবেন বলে জানান।

অবৈধ টোটো রুখতে হাওড়া সিটি পুলিশের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: অবৈধ টোটো আটকাতে শহরের রাস্তায় অভিযান হাওড়া সিটি পুলিশের।

শহরে টোটোর দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে উদ্যোগ সিটি পুলিশের, অভিযান চালিয়ে আটক বেশ কিছু টোটো। বৃহস্পতিবার হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৭৭টি বেশি অবৈধ টোটো আটক করেছে পুলিশ। এর মধ্যে গোলাবাড়ি ট্রাফিক গার্ড এলাকায় ২০টি, দাশনগর ট্রাফিক গার্ড এলাকায় ২০টি, হাওড়া ট্রাফিক গার্ড এলাকায় ১৫টি, ধূলাগোড় ট্রাফিক গার্ড এলাকায় ১৬টি, দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজের ট্রাফিক গার্ড এলাকায় ৩টি, বালি ট্রাফিক গার্ড এলাকায় ৩টি টোটো আটক করা হয়েছে। হাওড়া শহরের রাস্তায় অবৈধ টোটো চলাচল বন্ধ করতে উদ্যোগ নিয়েছে হাওড়া সিটি ট্রাফিক পুলিশ। প্রসঙ্গত, রাজ্য ও জাতীয় সড়কে টোটো চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপরই কোনা এক্সপ্রেসওয়ে জিটি রোড সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় টোটো চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করতে তৎপর হয়েছে পুলিশ। হাওড়া ময়দানের বঙ্গবাসী মোড় সহ বিভিন্ন রাস্তায় এদিন অভিযান চালায় ট্রাফিক পুলিশ।

স্বনির্ভর দলকে ঋণ প্রদান

মহম্মদ ইমরান ● মেদিনীপুর

আপনজন:কেশপুর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে কেশপুর ব্লকের ১২ টি স্ব সহায়ক দলকে বৃহস্পতিবার কেশপুর অডিটোরিয়াম হলে ঋণ প্রদান করা হলো। এদিন ইউকো ব্যাংকের কেশপুর শাখার পক্ষ থেকে এদিন ঋণ প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কেশপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন গড়াই, জয়েন্ট বিডিও সৌমিক সিংহ প্রমুখ। জয়েন্ট বিডিও সৌমিক সিংহ জানিয়েছেন,সরকারের পক্ষ থেকে স্বসহায়কদলকে আরও স্বশক্তিকরণ করার জন্য এ ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

কেশপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন গড়াই বলেন, রাজ্যের স্ব সহায়ক দলের মহিলাদের উৎকর্ষ সাধনের জন্য ঋণ প্রদান করা হল। এদিন এখানে ১২ টি দলকে ঋণ দেওয়া হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

একশো দিনের টাকা বিলি বাড়ি বাড়ি

ওবাইদুল্লা লস্কর ● কাকদ্বীপ

আপনজন: সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ১০০ দিনের কাজের টাকা শ্রমিকদের টাকা পাইয়ে দেবে। সেই কাজের টাকার প্রতিশ্রুতি রাখতে বৃহস্পতিবার কাকদ্বীপ বিধানসভার রামকৃষ্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতে ২ ব্যক্তিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি পৌঁছে অবশেষে ওই দুই ব্যক্তিকে আজ ১০০ দিনের কাজের টাকার হাতে নগদ টাকা তুলে দেন বাড়ি বাড়ি পৌঁছে। রামকৃষ্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের এমন ব্যক্তি হলেন নির্মল মাইতি। তার হাতে-১৪৯১০ টাকা যার জব কার্ড নাম্বার (০০৬/১৪৬) ও বিশ্বজিৎ মাইতি তার হাতে-১৪৬৯৭ টাকা জব কার নাম্বার (০০৬/২৮৭) তুলে দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর প্রতিনিধি এরা, আর এই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লিতে প্রতিশ্রুতি যে দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আজ ওই দুই ব্যক্তিকে কাকদ্বীপ বিধানসভায় টাকা তুলে দেওয়ায় খুব খুশি এলাকার মানুষজন সহ ওই দুই জব কার্ডে কাজ করা দুই ব্যক্তি।

বোমা উদ্ধার ঘিরে আতঙ্ক

রঙ্গিলা খাতুন ● খড়গ্রাম

আপনজন: সাত সকালে বোমা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো খড়গ্রামে। জানা গিয়েছে মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম থানার মারগ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রতনপুর ব্রিজের নিচে বালতি ভর্তি বোমা উদ্ধার করল খড়গ্রাম থানার পুলিশ।বৃহস্প্রতিবার সাতসকালে বোমা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াইছে খড়গ্রামের রতনপুরে। ব্রিজে নিচে কে বা কারা বালতি ভর্তি বোমা রেখে গেছে তার তদন্ত শুরু করেছে খড়গ্রাম থানার পুলিশ। এলাকার কৃষক থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য ছড়ালেও বোমা উদ্ধারে অনেকটাই সাফল্য মনে করছে প্রসাশন।পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ন-দশটি সুতলি বোমা ছিল বালতিতে। সেগুলি সেতুর নিচে চাষের জমির পাশে জঙ্গলে রাখা ছিল। খবর পেয়ে খড়গ্রাম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে এলাকার দখল নেয়। খবর দেওয়া হয় বোম স্কোয়াডকে। বোম উদ্ধারের ঘটনায় কৃষকদের মনে আতঙ্ক ছড়ায়।

যশোহর রোডের পাশে কম্বলের সম্ভার

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: ইদানিং কয়েক বছর শীতের মরসুমে হাতে তৈরি লেপের থেকে কম্বলের চাহিদা বেড়েছে ।

চাহিদা অনুযায়ী যোগান দিতে শীত শুরু হতেই বারাসত-বনগাঁগামী যশোহর রোডের দু'পাশ বরাবর একাধিক ব্যবসায়ী কম্বলের পসরা সাজিয়ে বসেন।

গত কয়েক বছরের মতো এবছরও এই কম্বলের সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছেন ভিনরাজ্যের ব্যবসায়ীরা । বরাসত, দত্তপুকুর, হাবড়া সহ শহরতলি বিভিন্ন এলাকার বাজারে এসেছেন কম্বল ব্যবসায়ীরা । তবে শুধু ছোট, বড় আকারের কম্বল নয়, ভিনরাজ্যের ওই ব্যবসায়ীদের স্টলগুলিতে মিলছে নানান সাইজের বালাপোশ, কার্পেটও । হাবড়ায় উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা এক কম্বল বিক্রেতার সঙ্গে সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, নভেম্বর থেকে জানুয়ারি, এই তিন মাস বাংলায় খুব ভালো ব্যবসা হয় । চলতি বছরে শীতকালীন মরশুমের বাজার ধরতে বাংলায় বহু কম্বল ব্যবসায়ী হাজির হয়েছেন ।

কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে কম্বল, প্রতি কেজির দর শুরু ৩০০ টাকা থেকে, ৬ ফুট বাই ৭ ফুটের কম্বলের ওজন হচ্ছে দুই থেকে তিন কেজি পর্যন্ত । আর ৬ ফুট বাই ৮ ফুটের কম্বলের ওজন সাড়ে তিন কেজির পর্যন্ত। একাধিক ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, অন্যান্য বছরে তুলনায় এ বছর বিক্রি অনেকটাই কম। জাঁকিয়ে শীত পড়ার অপেক্ষায় দিন গুনছেন তারা। তাহলেই বিক্রির বাজার পাওয়া যাবে।

স্টেশনে দুর্ঘটনায় মৃতদের ১০ লক্ষ ক্ষতিপূরণ দাবি

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান রেলস্টেশনে দুর্ঘটনার পর ছন্দে ফিরেছে স্টেশন ,ট্রেন যাতায়াত স্বাভাবিক হয়েছে। বামপন্থী সংগঠন সি আই টি ইউ এর তরফ থেকে গতকালের দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ দেখানো হয় । সংগঠনের সদস্যরা জড়ো হয়ে ডেপুটেশন দেয় ।তাদের দাবি অবিলম্বে মৃতদেরকে দশ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ ও আহতদেরকে ৫ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ এবং খুব উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক। বর্ধমান স্টেশনকে ব্রিটিশ আমলের তৈরি জিনিসপত্র পাল্টে সুন্দর মেনটেনেন্স করা হোক। আগামীতে আরো বড় বিপদের সম্ভাবনা আছে । রেলের এত বড় গাফলতি কার কারনে হলো সেটা তদন্ত করে দেখা হোক। প্ল্যাটফর্ম টিকিট এর দাম বৃদ্ধি ট্রেনের টিকিটের দাম বৃদ্ধি ও স্টেশন বেসরকারিকরণের তীব্র প্রতিবাদ জানান সিআইটিইউ সদস্যরা। স্টেশনে মোদির বড় বড় ছবি থাকলেই স্টেশন ঠিক থাকবেনা স্টেশনের দরকার ঠিকমতো মেনটেনেন্স একেবারেই যেটা করা হচ্ছে না। সংগঠনের তরফ থেকে রেলের অফিসারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জলের ট্যাঙ্ক পড়ে তিনজনের মৃত্যু ও ৩৪ জনের আহত হওয়া বর্ধমান বাসী মেনে নিতে পারছেন না ।

প্রথম নজর

তুষারে ঢেকে গেল সৌদি আরবের পাহাড়

আপনজন ডেস্ক: মরুর দেশ সৌদি আরবের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত তাবুক পাহাড় তুষারপাতে সাদা বরফের চাদরে ঢেকে গেছে। এ তুষারপাতের ঘটনায় বিস্মিত সেখানকার মানুষ।
ফটোগ্রাফার ফাহাদ আল মাসুদ তুষারপাতে ঢেকে যাওয়া তাবুক পাহাড়ের ছবি তুলেছেন। যাতে দেখা যাচ্ছে মরুভূমিতে অবস্থিত তাবুক পাহাড়টি পুরোপুরে তুষারে ঢেকে গেছে। মঙ্গলবার তাবুকে এমন দৃশ্য দেখা গেছে।
আল মাসুদ এ দৃশ্যকে অন্তর এবং চোখের প্রশান্তি বলে বর্ণনা করেছেন। এমন দৃশ্য দেখে উচ্ছ্বাসিত স্থানীয় বাসিন্দারাও।
সৌদি আরবে তুষারপাতের দৃশ্য খুব একটা চোখে পড়ে না। কিন্তু শীতের সময় তাবুকে যেন অন্য এক দৃশ্য ধরা পড়ে। যে দৃশ্য দেখলে মনে হবে এটি সৌদি কোনো অঞ্চল নয়, ইউরোপের কোনো অঞ্চল হবে। শীতকালে তুষারপাতের কারণে তাবুক অঞ্চলটি সৌদিদের কাছে বিশেষ অঞ্চলে পরিণত হয়।
এদিকে দেশটির জাতীয় আবহাওয়া দপ্তর তাবুক, মদিনা এবং মক্কার কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত ও ঝড়ো হাওয়াসহ শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। এছাড়া আবহাওয়া দপ্তর সৌদির বেশ কিছু অঞ্চলে তাপমাত্রা কমে যাওয়ারও পূর্বাভাস দিয়েছে।
দেশটির আবহাওয়া দপ্তর আরও জানিয়েছে- সৌদি আরবের বেশকিছু এলাকায় ভয়াবহ বজ্রঝড় আঘাত হেনেছে। যার মধ্যে রয়েছে- আল জাওয়াফ, উতরাঞ্চলীয় সীমান্ত, হেইল, কাশেম, রিয়াদ এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় অঞ্চল।

পার্লামেন্টে কথা বলতে বলতে হার্ট অ্যাটাকে এমপির মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের পার্লামেন্ট কথা বলতে গিয়ে হার্ট অ্যাটাক হয়ে মৃত্যু হয়েছে দেশটির বিরোধীদলীয় একজন আইনপ্রণেতার।
এক প্রতিবেদনে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, গত মঙ্গলবার তুর্কি পার্লামেন্টে গাজা যুদ্ধ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ইসরায়েলের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। এরপরই হার্ট অ্যাটাক করেন হাসান বিৎমেজ নামের বিরোধীদলীয় ওই সংসদ সদস্য। বৃহস্পতিবার দেশটির একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী ফাহরেতিন কোকা সাংবাদিকদের বলেছেন, বিরোধী ফেলিসিটি (সাদেত) পার্টির সংসদ সদস্য হাসান বিৎমেজ (৫৪) আঙ্কারা সিটি হাসপাতালে মারা গেছেন। তুরস্কের পার্লামেন্টের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য বলা হয়েছে, হামাস বিৎমেজ মিসরের কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি শেষ করেছিলেন। পরে দেশের রাজনীতিতে যোগ দেন তিনি।
তুরস্কের ইসলামিক ইউনিয়ন রিসার্চ সেন্টারের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন বিৎমেজ। তার আগে দেশটির একটি ইসলামিক বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন। ফেলিসিটি পাটির এই সংসদ সদস্য বিবাহিত এবং এক সন্তানের বাবা ছিলেন। সংসদ অধিবেশন সরাসরি টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়েছিল সেদিন। তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০২৪ সালের বাজেটের বিষয়ে পার্লামেন্টের বিতর্কে অংশ নিয়ে হাসান বিৎমেজ বলেন, 'আপনার (এরদোয়ান) হাতে ফিলিস্তিনিদের রক্ত আছে, আপনি ইসরায়েলের সহযোগী। গাজায় ইসরায়েলের প্রত্যেকটি বোমাবর্ষণে আপনার ভূমিকা আছে।' বক্তৃতা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আকস্মিকভাবে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। এ সময় সংসদ কক্ষে উপস্থিত অন্যান্য এমপিরা তাদের আসন ছেড়ে হাসান বিৎমেজের দিকে ছুটে আসেন।

৮ বছর পর উমরাহ পালনের সুযোগ পাচ্ছেন ইরানিরা

আপনজন ডেস্ক: আট বছর বিরতির পর উমরাহ্ পালনের সুযোগ পাচ্ছেন ইরানিরা। ইরানের হজ ও পিলগ্রিমেজ অর্গানাইজেশনের প্রধান আব্বাস হোসেইনি জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় আগামী ১৯ ডিসেম্বর থেকে সৌদি আরবের উদ্দেশে নিয়মিত ফ্লাইট শুরু হবে।
মঙ্গলবার তেহরানে এক সংবাদ সম্মেলনে হোসেইনি বলেন, প্রথম দলে ৫৫০ উমরাহ্ যাত্রী যাবেন। ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান নিউজ এজেন্সি (আইআরএনএ) তাঁকে উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে জানিয়েছে, 'তীর্থযাত্রীরা ১৯ ডিসেম্বর মক্কায় আল্লাহর ঘরে যাবেন।
সৌদি আরবে তারা ১০ দিন থাকবেন। এর মধ্যে পাঁচ দিন মক্কায় এবং পাঁচ দিন মদিনায় থাকবেন।'
হোসেইনি বলেন, সৌদি হজ ও উমরাহ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সমন্বয় এবং এ বিষয়ে সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইরানি উমরাহ ফ্লাইট পুনরায় চালু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'প্রথম দল তেহরানের ইমাম খোমেনি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। পরবর্তীতে মাশহাদ, তাবরিজ, ইসফাহান, ইয়াজদ, কেরমান, আহভাজ, শিরাজ, সারি ও জাহেদানের মতো অন্যান্য শহরের বিমানবন্দর থেকেও উমরাহ ফ্লাইট পরিচালনা করা হবে।'
হোসেইনি বলেছেন, এই সময়ের মধ্যে ৫৫০টি দলে মোট ৭০ হাজার ইরানি উমরাহ পালন করবেন। পবিত্র রমজান মাসকে সামনে রেখে উমরাহ যাত্রীদের পাঠানোর কার্যক্রম চলবে ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। হোসেইনি বলেন, যারা ২০০৮ সালে প্রাথমিকভাবে নিবন্ধন করেছিলেন, তারা উমরাহ করার জন্য নিবন্ধন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করতে পারেন।
৫.৭ মিলিয়ন ইরানি উমরাহে অংশ নেওয়ার জন্য অপেক্ষায় করছেন বলে উল্লেখ করেন হোসেইনি। তিনি আরো বলেন, পরিস্থিতি ঠিক থাকলে প্রতি বছর ৮ লাখ থেকে এক মিলিয়ন ইরানিকে উমরাহের জন্য সৌদি আরবে পাঠানো হবে।
প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে রিয়াদে একজন শিয়া মুসলিম ধর্মগুরুর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর ইস্যুতে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল ইরান এবং সৌদি আরব। তারপর থেকেই ইরানী তীর্থযাত্রীরা শুধুমাত্র হজ পালন করতে পারত। ইরান ও সৌদি আরব ২০২৩ সালের মার্চ মাসে চীনের মধ্যস্থতা চুক্তির মাধ্যমে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

মায়ানমারে জান্তা শাসন অবসানের আগ পর্যন্ত যুদ্ধের ঘোষণা বিদ্রোহী জোটের

আপনজন ডেস্ক: সহিংসতা কবলিত মায়ানমারে বর্তমানে ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তা সরকারের শাসন অবসানের আগ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে 'থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স' নামের একটি সশস্ত্র বিদ্রোহী জোট। বুধবার (১৩ ডিসেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (টুইটার) এক পোস্টে এই ঘোষণা দিয়েছে জোটটি। থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের পক্ষ থেকে বলা হয়, 'এটা সত্য যে আমদের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু আমদের পূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে এবং সেটি আরো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।'
'আমরা পুরো মায়ানমারের জনগণের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সামরিক স্বৈরতন্ত্রের অবসানের আগ পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।'
২০২০ সালের জাতীয় নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলে ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মায়ানমারের জাতীয় ক্ষমতা দখল করে সেনাবাহিনী। দেশটির গণতন্ত্রপন্থী নেত্রী অং সান সুচি ও তার দল ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসির (এনএলডি) হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার ও বন্দি করা হয়। সেনাপ্রধান জেনারেল মিন অং হ্লেইং এ অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন। অভ্যুত্থানের পরপরই সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করেন মায়ানমারের গণতন্ত্রপন্থী জনগণ। প্রথমদিকে সেই বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ উপায়ে দমন করলেও এক পর্যায়ে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করতে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের নির্দেশ দেয় ক্ষমতাসীন সামরিক সরকার। ২০২২ সালের শুরু থেকে গণতন্ত্রপন্থী জনগণের একটি অংশ জান্তাবিরোধী বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়া শুরু করে এবং ৬ লাখ ৭৬ হাজার ৫৭৬ বর্গকিলোটার আয়তনের এই দেশটির বিভিন্ন প্রদেশে জান্তার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয় এসব বিদ্রোহী গোষ্ঠীর। সেই যুদ্ধে সম্প্রতি সাফল্য পাচ্ছে বিদ্রোহীরা। মায়ানমারের বেশ কিছু শহর, গ্রাম এমনকি সীমান্ত এলাকাও বর্তমানে বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর দখলে রয়েছে। জান্তাবিরোধী এসব বিদ্রোহীদের দমন করতে সম্প্রতি চীনের সঙ্গে যৌথ টাস্কফোর্স গঠনে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে সামরিক সরকার, তার মধ্যেই বুধবার এই এক্সবার্তা দিলো থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স।

গাজায় সেনারা মরছে, নেতানিয়াহু অবিরাম মিথ্যাচার করছেন: লাপিদ

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কঠোর সমালোচনা করলেন দেশটির বিরোধী নেতা ইয়াইর লাপিদ। তিনি বলেছেন, গাজায় একের পর এক ইসরায়েলি সেনা প্রাণ হারাচ্ছে, অথচ নেতানিয়াহু মিথ্যা বলেই যাচ্ছেন।
বুধবার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে তিনি বলেন, নেতানিয়াহু তার সারা জীবন যা করেছেন, এখনো তাই করছেন। আর সেটি হচ্ছে- উসকানি, মিথ্যা বলা এবং (মানুষের মাঝে) ঘৃণা তৈরি করা। তিনি আরো বলেন, তিনি (নেতানিয়াহু) এখনো কেবল এটিই করে চলেছেন। সেটিও আবার এমন একটি তিক্ত যুদ্ধের মধ্যে যেখানে (ইসরায়েলি) সৈন্যরা প্রতিদিন নিহত হচ্ছে।
লাপিদ বলেন, গাজায় ইসরায়েলি সৈন্যরা যখন নিহত হচ্ছেন তখন নেতানিয়াহু আবারো যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে, আমার সঙ্গে এবং (যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার মন্ত্রী) বেনি গ্যান্টজ এবং গাদি আইসেনকোটের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করেছেন।
মূলত গাজায় চলমান যুদ্ধের মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে নেতানিয়াহুর মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। বাইডেন বলেছেন, গাজায় নির্বিচারে বোমা হামলা চালিয়ে বিশ্বব্যাপী সমর্থন হারাচ্ছে ইসরায়েল।
উল্লেখ্য, হামাস যোদ্ধাদের সঙ্গে তুমুল লড়াইয়ে বুধবার ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর আরো ১০ সেনা নিহত হয়েছে। নিহত এই সেনাদের ৫ জন কর্মকর্তা এবং ৫ জন সেনাসদস্য।

ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা প্রতিরোধ যুদ্ধে অটল ও অবিচল: ইসমাইল হানিয়া

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের প্রধান ইসমাইল হানিয়া বলেছেন, দৃশ্যত গাজ্জায় ইসরাইলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের দুঃসাহসিক যুদ্ধের উজ্জ্বল সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। তিনি ফিলিস্তিনি যোদ্ধা ও সাধারণ নাগরিকদের বীরোচিত প্রতিরোধের প্রশংসা করেছেন। বুধবার (১৩ ডিসেম্বর) টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক ভাষণে এ কথা বলেন তিনি।
ইসমাইল হানিয়া বলেন, নিশ্চিতভাবে ইসরাইলি আগ্রাসনের সমাপ্তি ঘটবে এবং প্রতিরোধ যোদ্ধারা ফিলিস্তিনি জাতির প্রতি কৃতজ্ঞ থেকে গাজ্জা উপত্যকাকে যেকোনো আগ্রাসন থেকে রক্ষা করে যাবে। ইসমাইল হানিয়া আরও বলেন, ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা তাদের প্রতিরোধ যুদ্ধে অটল ও অবিচল রয়েছেন এবং তারা ইসরাইলি সেনাদের অপূরণীয় ক্ষতি করছেন। তিনি এক্ষেত্রে গাজ্জা সিটির শুজাইয়া এলাকা এবং জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরসহ অন্যান্য স্থানে দখলদার সেনাদের বিরুদ্ধে তুমুল লড়াইয়ের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ইসরাইলি আগ্রাসন বন্ধ করে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করে এমন যেকোনো পদক্ষেপকে হামাস স্বাগত জানাবে। একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে গাজ্জা উপত্যকা ও পশ্চিম তীরের মধ্যে যে রাজনৈতিক বিভেদ রয়েছে তারও অবসান ঘটবে। তিনি আরো বলেন, যুদ্ধ শেষে হামাসবিহীন গাজ্জা উপত্যকার কথা যারা বলে তারা চরম বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। তিনি গাজ্জা উপত্যকায় ইসরাইলি বর্বরতা ও গণহত্যার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ বিক্ষোভ জোরদার করার জন্য আরব ও মুসলিম দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। গাজ্জায় ইসরাইলি গণহত্যা বন্ধ করার জন্য আরব ও মুসলিম সরকারগুলোকে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালানোরও আহ্বান জানান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে চেচনিয়ার প্রেসিডেন্টের ভবিষ্যদ্বাণী

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনের সংঘাত সম্ভবত ২০২৪ সালের বসন্ত বা গ্রীষ্মের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। কারণ কিয়েভের সমস্ত প্রয়োজনীয় সম্পদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। চেচেন নেতা রমজান কাদরুফ বুধবার একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। চেচনিয়ার সেনারা ইউক্রেনের সঙ্গে সংঘাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।
এ ছাড়া কাদরুফ ফ্রন্টলাইনে অগ্রগতির দিকে গভীর মনোযোগ রাখছেন। তিনি আশা করেন, জনবল, অস্ত্র ও অর্থের ঘাটতির কারণে আগামী জুন বা জুলাইয়ের মধ্যেই কিয়েভের সামরিক সক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যাবে।
চেচেনে বক্তৃতাকালে কাদরুফ জানান, গাজায় ইসরায়েল যেভাবে যুদ্ধ চালাচ্ছে, রাশিয়া এই মুহূর্তে সেভাবে লড়াই করলে তিন মাসের মধ্যে ইউক্রেনকে ধ্বংস করতে পারত। কাদরুফকে উদ্ধৃত করে রুশ গণমাধ্যম বলেছে, 'প্রেসিডেন্ট (ভ্লাদিমির পুতিন) আমাদের অবকাঠামো ও শহরগুলোকে যতটা সম্ভব অক্ষত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, নইলে আমরা কিয়েভের দখল নিতাম। আমরা সাত কিলোমিটার দূরে আছি।' কিন্তু ইউক্রেনকে রাষ্ট্র হিসেবে ধ্বংস করতে প্রেসিডেন্ট পুতিনের কোনো আগ্রহ নেই বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

উগান্ডায় সিরিয়াল কিলারের ১০৫ বছর কারাদণ্ড

আপনজন ডেস্ক: উগান্ডায় ২৫ বছর বয়সী মুসা মুসাসিজি নামের সিরিয়াল কিলারকে ১০৫ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে দেশটির একটি আদালত। বুধবার তিন নারীকে হত্যার দায়ে তাকে সাজা দিয়েছেন কামপালা আদালত। বিবিসি জানিয়েছে, মুসাসিজিকে ২০২১ সালের মার্চ মাসে পাঁচ নারী ও এক শিশুকে হত্যার সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তারপর আবার গত জুলাই মাসে এক নারীকে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। আদালতের শুনানিতে বলা হয়েছে, প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলার পর ওই তিন নারীকে যৌন নির্যাতন করে মুসা।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৯ মি.

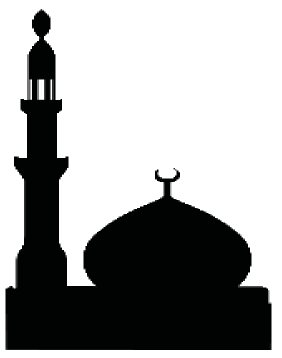

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৩	৬.০৯
যোহর	১১.৩৭	
আসর	৩.১৮	
মাগরিব	৪.৫৯	
এশা	৬.১৪	
তাহাজ্জুদ	১০.৫১	

বাইডেনের বিরুদ্ধে অভিশংসন তদন্ত শুরুর পক্ষে ভোট

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিশংসন তদন্ত শুরু করার পক্ষে ভোট দিয়েছে মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ। বুধবার (১৩ ডিসেম্বর) বিরোধী দল রিপাবলিকান পার্টি নিয়ন্ত্রিত প্রতিনিধি পরিষদে এই ভোট হয়। সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, বাইডেনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিশংসন তদন্ত শুরু করার পক্ষে ভোট পড়ে ২২১টি। বিপক্ষে ২১২ টি। অর্থাৎ প্রতিনিধি পরিষদের সব রিপাবলিকান সদস্য অভিশংসন তদন্ত শুরু করার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। অন্যদিকে সব ডেমোক্রেটিক সদস্য বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন। আনুষ্ঠানিক অভিশংসন তদন্ত শুরুর ভিত্তি হিসেবে বাইডেনের ছেলের বিতর্কিত আন্তর্জাতিক লেনদেনের কথা বলা হয়েছে। তবে রিপাবলিকানরা এখনো প্রেসিডেন্ট বাইডেনের দুর্নীতির কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি। রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত প্রতিনিধি পরিষদের এই ভোটাভুটির পরপরই বাইডেন তার প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি এই পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি একে একটি 'ভিত্তিহীন' চমকবাজি হিসেবে অভিহিত করেছেন। রিপাবলিকানদের সমালোচনা করে বাইডেন একটি দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, আমেরিকানদের জীবন উন্নত করতে সাহায্য করার জন্য কিছু করার বদলে রিপাবলিকানরা মিথ্যা দিয়ে তাকে (বাইডেন) আক্রমণ করার দিকে মন দিয়েছেন।

দক্ষিণ লেবাননে ইসরাইলের আর্টিলারি হামলা

আপনজন ডেস্ক: ইরান-সমর্থিত লেবাননভিত্তিক সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর ঘাঁটি দক্ষিণ লেবাননে আর্টিলারি হামলা চালিয়েছে ইসরাইল। বৃহস্পতিবার (১৪ ডিসেম্বর) কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লেবাননের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থায় বলা হয়েছে, দক্ষিণ লেবাননের আভিদাহ ও আজিজিয়াহ পাহাড় এবং খিয়াম শহরের দক্ষিণে ইসরাইলি বাহিনীর আর্টিলারি হামলা চালিয়েছে।

'ব্যাপক বিধ্বংসী' ডিভাইস দিয়ে ইসরাইলি সৈন্যদের ওপর হামাসের হামলা

আপনজন ডেস্ক: হামাসের সামরিক শাখা কাসসাম ব্রিগেড জানিয়েছে, তারা 'ব্যাপক বিধ্বংসী' ডিভাইস দিয়ে ইসরাইলি সৈন্যদের ওপর হামলা চালিয়েছে। এতে অন্তত ১০ ইসরাইলি সৈন্য নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার গাজা সিটির সুজাইয়া এলাকায় এ হামলায় চালানো হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামে এক বিবৃতিতে কাসসাম ব্রিগেড এ তথ্য জানিয়েছে। বাহিনীটি আরো জানিয়েছে, তারা গাজা সিটির শেখ রাদওয়ান এলাকায় চারটি ইসরাইলি মারকাভা ট্যাংকে এবং চারটি সৈন্যবাহী যানে হামলা চালিয়েছে। 'এ আক্রমণে আমাদের যোদ্ধারা আল-ইয়াসিন ১০৫ রকেট ব্যবহার করেছে,' জানায় কাসসাম ব্রিগেড। ইসরাইলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তাদের সৈন্যরা গাজায় হামলা অব্যাহত রেখেছে। গত দিনে তারা বিশেষ করে সুজাইয়া ও জাবালিয়ার উত্তরাংশে এবং খান ইউনিসের দক্ষিণাংশে হামলা চালানো হয়েছে। সামাজিক মাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) এক বিবৃতিতে ইসরাইলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, উত্তর গাজার গত দিনে ইসরাইলি হামলায় 'অনেক সন্ত্রাসী' নিহত হয়েছে। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, একটি ঘটনায় তারা বুঝতে পারেন যে হামাস সৈন্যরা তাদের সৈন্যদের পর্যবেক্ষণ করছে। পরে তাদের (হামাস) ওপর গুলি চালিয়ে নির্মূল করা হয়।

জাতিসংঘের চাপেও যুদ্ধবিরতিতে রাজি নন নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: কূটনৈতিক চাপ কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণহানি কোনো কিছুই ইসরায়েলকে সংঘাত থেকে দূরে সরাবে না বলে জানিয়ে দিলেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। গত মঙ্গলবার জাতিসংঘের সাধারণ সভা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ইসরায়েল তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে না। হামাসকে খতম না করে এ লড়াই থামবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। এদিকে আজ বৃহস্পতিবার ইসরায়েল যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মান প্রতিনিধি। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সুলিভান বৃহস্পতিবার জেরুজালেম পৌঁছবেন। অন্যদিকে বাভারিয়ার প্রধান মারকুস সোদার ইসরায়েলে পৌঁছে গেছেন। সোদার বিমানে ওঠার আগে জানিয়েছেন, তিনি ইসরায়েলকে সমর্থন করেন। কারণ ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার আছে। ৭ অক্টোবর যা ঘটেছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে ইসরায়েল এই পদক্ষেপ নিয়েছে। অন্যদিকে গাজার সাধারণ মানুষের কথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানিয়েছেন, সেখানেও সাধারণ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, যা অনভিপ্রেত। কিন্তু ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার আছে। বৃহস্পতিবার ইসরায়েলের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করবেন বাভারিয়ার প্রধান। সম্প্রতি একটি ওপিনিয়ন পোলের আয়োজন করা হয়েছিল। ফিলিস্তিন এবং পশ্চিম তীরে এই ভোটের আয়োজন হয়েছিল।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৮ বর্ষ, ৩৩৭ সংখ্যা, ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ৩০ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

আস্তে কন হুজুর

আব্রাহাম লিংকন বলিয়াছিলেন, ‘আপনি কিছু সময় কিছু লোককে মিথ্যা কথা বলিয়া বোকা বানাইতে পারেন, কিন্তু সকল সময় সকলকে বোকা বানাইতে পারিবেন না।’ কথাটি প্রায় দেড় শত বছর পূর্বের। তখন সত্য আড়াল করা তুলনামূলক কিছুটা সহজ ছিল। কিন্তু এই আধুনিক যুগে তথ্যের আড়াল রাখা অসম্ভব প্রায়। এই যুগে কোথায় কী ঘটিতেছে, কী উদ্দেশ্যে কোন ছবি বিকৃত করা হইয়াছে, কে বা কাহারা করিয়াছে, কীভাবে তথ্যের অতিরঞ্জন ঘটানো হইতেছে—এই ধরনের সাধারণ তথ্য এখন বিস্ময়কর তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে খুব সহজেই যাচাই করা যায়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, যেই সত্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট, তাহাকে আড়াল করিয়া কেন এত মিথ্যার বেসাতি? আমরা ছোট্ট একটি সংবাদের শিরোনামের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারি। ‘পক্ষপাতমূলক আচরণ চাই না’, কথাটি শুনিতে নিঃসন্দেহে খুব ভালো। যাহাদের কাজ সুষ্ঠু স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখিয়া লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করা—তাহাদের নিকট হইতে তো পক্ষপাতমূলক আচরণ কাম্য নহে। সুতরাং যখন বলা হয় ‘পক্ষপাতমূলক আচরণ চাই না’—তখন তাহা শুনিতে অনেকটাই নিষ্পাপ শিশুর নিষ্কলুষ বুলির মতো শুনায়। কিন্তু বাস্তবতা কী বলে? যাহারা সম্প্রতি নির্বাচনের মাঠের ঘাসে পা রাখিয়াছেন, তাহারা দেখিয়াছেন সেইখানে ঘাসের জায়গায় কত ধরনের কাঁটা বিছানো। এই ক্ষেত্রে ছোট্ট একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

দুই মাস পূর্বে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি উপজেলায় পৌর নির্বাচনের অনিয়ম লইয়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিস্তর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সকল সংবাদে দেখা গিয়াছে, ঐ এলাকায় বিপথগামী লোকদের মাধ্যমে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করা হইয়াছিল। ‘উঠান বৈঠকের’ নামে পার্শ্ববর্তী জেলা-উপজেলা হইতে লোক ভাড়া করিয়া আনিয়া উত্তেজনামূলক বক্তব্য দেওয়া হইয়াছিল—যাহা এলাকায় ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। সেই সকল প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছে, প্রশাসনের নাকের ডগায় সন্ত্রাসীরা গাড়িবহর লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেও, নির্বাচন আচরণবিধি বারবার লঙ্ঘন করা হইলেও, প্রশাসন হইতে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। স্বাভাবিকভাবে ভীতিকর পরিবেশের চিত্র দেখিয়া ভোটাররাও হতাশা হইয়াছিলেন। অথচ নির্বাচনকে সুষ্ঠু করিবার জন্য সকল পর্যায় হইতে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল—‘যে কোনো মূল্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা হইবে।’

প্রশ্ন হইল—এই ধরনের ঘোষণা কি কেবল বাত-কা-বাত? নচেৎ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সর্বহারা দলের সাজাপ্রাপ্তদের ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের ভাড়া করিয়া আনিবার সংবাদ আমাদের পড়িতে হইবে কেন? মাদক বিক্রির টাকা ছড়াইয়া এলাকার যুবসমাজকে নষ্ট করিবার খবর বারংবার দেখিতে হইবে সংবাদপত্রে? সবচাইতে ভয়ংকর ব্যাপার হইল, সেই নির্বাচনের আগের দিন রাতে পাঁচটি কেন্দ্রের সিসি ক্যামেরার লাইন কাটিয়া ইভিএমে ভোট কারচুপি ঘটানো হইয়াছে—যাহা বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। সিসি ক্যামেরার লাইন কাটা পাঁচটি কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ রাখিবার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন তখনই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করা হয় নাই। বরং এই ‘বল’ অন্য কোর্টে ছুড়িয়া দেওয়া হইল, সেই ‘বল’ গিয়া পড়িল আরও দূরে, এবং তাহার পর উহা এক অর্থে হিমাগারে চলিয়া গেল।

এই যদি হয় স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনি হাঁড়ির মধ্যকার একটি চাউলের চিত্র, তখন সামগ্রিক চিত্র সহজেই অনুমেয়। এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্তদের কি বেশি কথা বলা উচিত? তাহা কি শোভা পায়? আগেকার দিনের বেশির ভাগ মা তাহার ছোট্ট শিশুটির চোখে কাজল পরাইয়া দিতেন। তাহাতে অন্তত ঐ শিশুটির মধ্যে চক্ষুলজ্জা বলিয়া একটি ভালো গুণ তৈরি হইত। এখন বেশির ভাগ মা তাহাদের বাচ্চাদের চোখে আর কাজল পরান না। সেই জন্য মানুষের মধ্যে চক্ষুলজ্জাও যেন এখন ক্রমশ কমিয়া গিয়াছে। ঢাকাইয়া কুট্টিদের মতো আমাদের মনেও কথাটি গুঞ্জরিত হয়—‘আস্তে কন হুজুর, হুনলে ঘোড়ায় ভি হাসব!’ যেই কথা শুনিয়া ঘোড়াও হাসিবে, সেই কথা বলিবার দরকার কী? কী দরকার এইভাবে মানুষ হাসানোর? কথা বরং কম বলা ভালো।

• • • • • • • • • • • •

গাজা-ইসরায়েল নিয়ে চিনের সঙ্গে আমেরিকার সংঘাত কি বেধে যাবে?

চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি নিম্নমুখী। কিছু ক্ষেত্রে তাদের রীতিমতো ধুঁকতে হচ্ছে। বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্পে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের দেশগুলোতে পুঁজির বন্যা বইয়ে দেওয়ার এবং সভরেন ঋণ দেওয়ার সামর্থ্য বেইজিংয়ের কমে গেছে। বিশ্বের অসংখ্য দেশ ঋণ ও অন্যান্য সহযোগিতার জন্য চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উষ্ণ করতে আগ্রহী হলেও তাদের প্রকৃত বন্ধু ও মিত্রের সংখ্যা খুব কম।
রাশিয়া ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরুর পর থেকে বেইজিং মস্কোকে মৌখিক সমর্থন দিয়েছে এবং মস্কোর সঙ্গে তাদের ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠেছে। কিন্তু বেইজিংয়ের পক্ষ থেকে অস্ত্র ও যুদ্ধের কাজে সহায়তা হয়, এমন কোনো উপকরণ সরবরাহ করেনি। চীন দূরবর্তী অবস্থানে থেকে এটিকে রাশিয়া, ইউক্রেন ও পশ্চিমের যুদ্ধ বলে ছেড়ে দিয়েছে। লিখেছেন **বিল ইমোত**।

গত এক মাসে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূরাজনৈতিক ঘটনা কোনটি?
এক. হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধে। এই যুদ্ধে এ পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন, গাজা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যে বড় পরিসরে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে।
দুই. ১৫ নভেম্বর সান ফ্রান্সিসকোয় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের বৈঠক। সেখানে দুই নেতা যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের মধ্যকার শীতল সম্পর্ক কিছুটা উষ্ণ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং সামরিক পর্যায়ে আবার যোগাযোগ শুরুর ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন।
উত্তর হলো দুটি ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উত্থাপনের কারণ হলো, দুই ঘটনার মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে। বাইডেন ও সি বৈঠকে কেবল দুজনের ফটোসেশন আর গুরুত্বহীন কিছু চুক্তি সম্পাদন বলে কেউ উড়িয়ে দিতেই পারে। কিন্তু তাতে মূল জায়গাটিই এড়িয়ে যাওয়া হবে। দুই পরাশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই ঘটনা কি ইঙ্গিত দিচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সেটাই বাইডেন-সি সম্মেলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়।
মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক। প্রথম ভয়ের বিষয় হচ্ছে, যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে প্রতিবেশী দেশগুলো সেই যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিপদ রয়েছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, পরাশক্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র রূপ ধারণ করায় এই যুদ্ধে দুই পক্ষ দুই দিকে হাওয়া দিতে পারে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান দুর্বল করতে চিন অথবা দেশটির কৌশল-নীতিগত মিত্র রাশিয়া যুদ্ধের আগুনে ঘি ঢালতে পারে। ভাসাভাসাভাবে দেখলে এই ধারণাটি বিশ্বাসযোগ্য। ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় শত্রুদেশ হিসেবে পরিচিত ইরান সম্প্রতি রাশিয়ার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। ইউক্রেনে আগ্রাসন চালানোর জন্য রাশিয়াকে অস্ত্র সরবরাহ করেছে ইরান। উত্তর কোরিয়াও সেটা করেছে।
চিনও সম্প্রতি ইরানের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এ বছরই সৌদি আরবের সঙ্গে ইরানের যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তাতে মধ্যস্থতা করেছে চিন। মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ নিয়ে ইউরোপ এতটাই হতবিহ্বল যে রাশিয়া মনে করছে এই দেশগুলো এখন ইউক্রেনকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা কমিয়ে দেবে।
চিন, রাশিয়া ও ইরান মিলে গাজা যুদ্ধ থেকে যদি একটা ফায়দা তুলতে চায়, সেটা অযৌক্তিক বলে মনে হবে না। ২০০৫ সাল থেকে ইরান ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসকে অস্ত্র ও অর্থসহায়তা দিয়ে আসছে।
তবে ভালো খবর হচ্ছে, এবার ইসরায়েল-হামাস সংঘাত থেকে এখন পর্যন্ত ইরান নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে। সরাসরি কোনো কর্মকাণ্ডে না গিয়ে তেহরান দূর থেকেই নিন্দা জানিয়ে যাচ্ছে। ওই অঞ্চলে ইরানের প্রধানের প্রক্সি সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহও এবার ইসরায়েলের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে জড়িত হওয়া থেকে বিরত রয়েছে। এটা যেকোনো সময় পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বাইডেন-সিয়ের মধ্যে বৈঠক হওয়ায় আশাবাদী হওয়ার একটা কারণ রয়েছে। ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ার পরও চিন মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে উসকানিদাতা না হয়ে শান্তিস্থাপক হতে চাইছে।
এর আংশিক কারণ হলো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইসরায়েলের সঙ্গে চিনও ভালো সম্পর্ক বজায় রাখছে। আবার রাশিয়া ইউক্রেনে আগ্রাসন চালানো শুরু করলে পশ্চিমাদের চাপ থাকা সত্ত্বেও ইসরায়েল সরাসরি রাশিয়াকে সমালোচনা করেনি। কিন্তু শান্তিস্থাপক হিসেবে চিন কতটা ভূমিকা পালন করতে পারবে, সেটা চিনের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও বিশ্বে তার অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। চিন তার প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে যে আচরণ করুক না কেন, বৈশ্বিক পরিসরে কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে তাদের সে রকম আত্মবিশ্বাসী হতে দেখা যায় না।

> রাশিয়া ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরুর পর থেকে বেইজিং মস্কোকে মৌখিক সমর্থন দিয়েছে এবং মস্কোর সঙ্গে তাদের ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠেছে। কিন্তু বেইজিংয়ের পক্ষ থেকে অস্ত্র ও যুদ্ধের কাজে সহায়তা হয়, এমন কোনো উপকরণ সরবরাহ করেনি। চীন দূরবর্তী অবস্থানে থেকে এটিকে রাশিয়া, ইউক্রেন ও পশ্চিমের যুদ্ধ বলে ছেড়ে দিয়েছে।

চিনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি নিম্নমুখী। কিছু ক্ষেত্রে তাদের রীতিমতো ধুঁকতে হচ্ছে। বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্পে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের দেশগুলোতে পুঁজির বন্যা বইয়ে দেওয়ার এবং সভরেন ঋণ দেওয়ার সামর্থ্য বেইজিংয়ের কমে গেছে। বিশ্বের অসংখ্য দেশ ঋণ ও অন্যান্য সহযোগিতার জন্য চিনের সঙ্গে সম্পর্ক উষ্ণ করতে আগ্রহী হলেও তাদের প্রকৃত বন্ধু ও মিত্রের সংখ্যা খুব কম।
রাশিয়া ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরুর পর থেকে বেইজিং মস্কোকে মৌখিক সমর্থন দিয়েছে এবং মস্কোর সঙ্গে তাদের ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠেছে। কিন্তু বেইজিংয়ের পক্ষ থেকে অস্ত্র ও যুদ্ধের কাজে সহায়তা হয়, এমন কোনো উপকরণ সরবরাহ করেনি। চিন দূরবর্তী অবস্থানে থেকে এটিকে রাশিয়া, ইউক্রেন ও পশ্চিমের যুদ্ধ বলে ছেড়ে দিয়েছে।
সে কারণেই সান ফ্রান্সিসকোয় জো বাইডেন সি চিন পিংয়ের সঙ্গে করমর্দন করতে উৎসাহী হয়েছেন। এর আগের মাসগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের আকাশসীমায় চিনের গোয়েন্দা বেলুন প্রবেশ এবং আমেরিকান জঙ্গি বিমান থেকে সেটা ভূপাতিত করার ঘটনায় সেটা তীব্র আকার ধারণ করে।
এ প্রেক্ষাপটে বাইডেন ও সি চিন পিংয়ের মধ্যে বৈঠকের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ দিকটা হচ্ছে, দুই পরাশক্তির মধ্যে উত্তেজনাকর সম্পর্কটা এখন কিছুটা সুস্থিরতার দিকে এগোচ্ছে। দ্বিতীয় দিকটিটি হচ্ছে, দুই নেতার মধ্যে এ বৈঠক এই ইঙ্গিত দেয় যে হামাস ও ইসরায়েলের সংঘাত দুই পরাশক্তির মধ্যে সংঘাতে রূপ নেওয়ার সম্ভাবনা নেই।
কিন্তু এই সংঘাত তাহলে কোন দিকে গড়াবে? এ ক্ষেত্রে দুটি বাস্তবতাকে মাথায় রাখতে হবে। প্রথমত, ইসরায়েলের সঙ্গে যদি কারও সংঘাত বেধে যায়, সেখানে অনিবার্যভাবে হাজির হয়ে যাবে যুক্তরাষ্ট্র। ইসরায়েলের সমর্থক দেশগুলো চেষ্টা করে যাবে ইসরায়েল যেন সংযত আচরণ করে। তারা এটাও চেষ্টা করে যাবে যাতে ইসরায়েল ও আরব প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে মধ্যস্থতা করা যায়।
দ্বিতীয়ত, আরব দেশগুলোও এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রকে অপরিহার্য বলে মনে করছে। সেটা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক আছে সে কারণে নয়, উপসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তায় যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার কারণেও। এ অঞ্চলের তেলের বড় ক্রেতা, উপকারী বিনিয়োগকারী চিন। মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকান ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠাকারী। কিন্তু সংকটের সময়ে চিন বিকল্প হতে পারেনি।

বিল ইমোত দ্য ইকোনমিস্টের সাবেক এডিটর ইন চিফ
এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিতভাবে অনূদিত

মিসরে তৃতীয়বার ক্ষমতায় বসতে সিসি যে কৌশল নিয়েছেন

হোসাম এল-হামালয়

মিসরে এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে চমক ঘটার সম্ভাবনা নেই। এক দশক ধরে লৌহদৃঢ়মুষ্ঠিতে শাসন চালানো ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ছায়াও পিছে মুছে দেওয়া আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসিই অবধারিতভাবে জয়ী হবেন।
সিসি এত দিন প্রথাগত রাষ্ট্রীয় নিপীড়নযন্ত্র (সেনাবাহিনী, পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থা) ব্যবহার করে নিজের ক্ষমতা সংহত করেছিলেন। কিন্তু এবার নতুন একটি অনিয়মিত বাহিনী সিসির তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।
অক্টোবর মাসে সিসি তৃতীয় দফা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দেওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় আয়োজনে রাজধানী কায়রো ও অন্যান্য শহরগুলোতে এক দশক ধরে শাসন চালানো এই স্বৈরশাসকের সমর্থনে বড় বড় সমাবেশ হয়। অন্য যেকোনো প্রার্থীর সমর্থনে একই ধরনের সমাবেশ ও মিছিল করতে গেলে তারা অবধারিতভাবেই দমন-পীড়নের মুখে পড়েছে। অন্যদিকে সিসির সমর্থনে মিছিল-সমাবেশগুলোতে সমর্থকেরা পুলিশ ও বেসামরিক আধা সামরিক বাহিনী ফ্যালকন গ্রুপের সদস্যদের কড়া প্রহরায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মিসরের সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা কোম্পানি ফ্যালকন। গত সেপ্টেম্বর মাসে কোম্পানিটি চুপিসারে অপরাধজগতের বস সাবরি নাকনওকের কাছে ফালকনকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। হোসনি মোবারকের আমলে নাকনওক ‘আর্মি অব থাগস’ (ঠগি বাহিনী) পরিচালনা করতেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সদ্য বিলুপ্ত ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টির পক্ষে বিরোধীদের ওপর আক্রমণ করে নির্বাচনে কারচুপি করার কাজে ‘ঠগি বাহিনীকে’ ব্যবহার করত। নাকনওক তার অপরাধ সাম্রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে প্রভূত অর্থের মালিক হয়েছে। তাঁর প্রাসাদসম বাড়িতে মেশিনগান এবং নানা রকম অস্ত্রের ভান্ডার গড়ে তুলেছেন। সেখানে তিনি খাঁচায় সিংহ ও অন্য প্রাণী পোষেন। তাঁর সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন অংশের

সেলিব্রিটি ও প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের ছবি নিয়মিত ট্যাবলয়েড পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখা যায়।
নাকনওক ২০১২ সালে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। কয়েকটি মামলায় তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এর মধ্যে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও মাদক রাখার অভিযোগও ছিল। ২০১৪ সালে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও দিয়েছিল। ২০১৮ সালে প্রেসিডেন্ট সিসির সাধারণ ক্ষমায় কারাগার থেকে তিনি মুক্ত হন।
বেসামরিক নিরাপত্তা সংস্থা ফ্যালকন গ্রুপের পরিচিতি খুব সামান্যই ছিল। ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি খাতের কোম্পানিটি খুব ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে। প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের নয়া-উদারীকরণ নীতি মিসরের অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতের বিকাশের ধারা সূচিত করেছিল। এর ফলেই ফ্যালকানের মতো কোম্পানি বিকাশের সুযোগ হয়েছিল। সে সময়ে ইসরায়েলের সঙ্গে বৈরিতার অবসান হওয়ায় সেনাবাহিনী ছোট করে ফেলা হয়েছিল।
সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেওয়া বিপুলসংখ্যক সাবেক সেনাসদস্য কাজের সুযোগ খুঁজছিলেন। এ বাস্তবতায় ব্যক্তিমালিকানাধীন নিরাপত্তা সংস্থার বিকাশ হয়। ২০১৪ সালের মধ্যে মিসরে এ ধরনের বেসরকারি নিরাপত্তা কোম্পানির সংখ্যা ছিল ৪০০-৫০০। সেসব কোম্পানিতে ১ লাখ থেকে ১ লাখ ২০ হাজারের মতো লোকবল কাজ করত।
একই বছর ফ্যালকন গ্রুপ সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম হয়। সে সময় সিসির নির্বাচনী প্রচারণায় নিরাপত্তা দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল তারা। এরপর মিসরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লে তাদের দমনের নিরাপত্তার জন্য ফ্যালকন গ্রুপকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। ফ্যালকনের সে সময়কার প্রধান নির্বাহীকে শরিফ খালেদকে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমে সাবেক সেনা গোয়েন্দা কর্মকর্তা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল। যাহোক, এ বিষয়ে বারবার তিনি বলেছিলেন এটা ‘গুজব’।
সব ক্ষেত্রেই ফ্যালকন গ্রুপকে মিসরের সেনা গোয়েন্দাদের একটি জায়গা হিসেবে দেখা যায়। রাষ্ট্রীয় সব কটি নিপীড়ক সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কর্মস্থল এই কোম্পানিটি। শুরুতে ২০০ জনবল নিয়ে গড়ে উঠলেও ২০১১ সালের বিদ্রোহের সময় ফ্যালকনের জনবল বেড়ে ছয় হাজারে পৌঁছেছিল। বিদ্রোহের সময় নিম্নস্তরের কর্মকর্তারা কাজের পরিবেশ নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।
মিসরে ২০১৩ সালের অভ্যুত্থানের পর ফ্যালকনের জনবল বাড়তে শুরু করে। ২০১৭ সাল গ্রুপটির জনবল বেড়ে ২২ হাজার হয়। দেশের ২৮টি প্রদেশে তাদের কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবাদ ও ‘বেআইনি কর্মকাণ্ড’ দমন করতে পুলিশকে সহায়তা দেওয়ার জন্য ফ্যালকন ‘র‍্যাপিড ইন্টারভেনশন ফোর্স’ গড়ে তোলে। এ ছাড়া ফ্যালকনই একমাত্র কোম্পানি, যাদের পেলেট রাইফেল ব্যবহারের লাইসেন্স দিয়েছে।
ফ্যালকনের ওয়েবসাইটে দেখা যাচ্ছে, ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাস নাগাদ কোম্পানিটি মিসরের ১২০০-এর বেশি স্থানে এই গ্রুপটি নিরাপত্তায় নিয়োজিত রয়েছে। এর মধ্যে নয়টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, স্টেডিয়াম, বিমানবন্দর, ভূগর্ভস্থ মেট্রোরেল এবং এমনকি তাহরির স্কয়ারও রয়েছে। যদিও পরে ওয়েবসাইট থেকে পোস্টটি সরিয়ে নেওয়া হয়।
দমন-পীড়নের ক্ষেত্রে ফ্যালকনের কর্মীরা কুখ্যাতি অর্জন করেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য তাদের এই কুখ্যাতি। ব্যাপক দমন-পীড়নের কারণে ২০১৫ সালের মাঝামাঝি এসে ছাত্র বিক্ষোভ তার তেজ হারাতে শুরু করে। ২০১৮ সালের মধ্যে ছাত্র বিক্ষোভ পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যায়।
২০১৭ সালে খালিদ বলেছিলেন, তার কোম্পানি বেসরকারি নিরাপত্তা বাজারের ৬২ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু বাজারে এই একক আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও ফ্যালকন গ্রুপ তার ব্যবসার দিশা হারিয়েছে। খবরে জানা যাচ্ছে, নাকনওক মাত্র ৩০ লাখ মিসরীয় পাউন্ডের বিনিময়ে কোম্পানিটি কিনে নিয়েছে। কোম্পানিটির ঋণের বোঝা এখন ১ কোটি ২০ লাখ মিসরীয় পাউন্ড।
সিসিসহ প্রভাবশালীদের সঙ্গে দহরমমহরম থাকা একটি কোম্পানি কীভাবে এ রকম আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ল? এ বিষয়টি এখন পর্যন্ত ধোঁয়াশাপূর্ণ। কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার যে নাকনাওক ফ্যালকন কিনে নেওয়ার মধ্য দিয়ে তার ‘ঠগি বাহিনী’কে আইনি কাঠামোর ঘেরাটোপে আনার মোক্ষম সুযোগ পেলেন। কিন্তু সময় ও উদ্দেশ্য—এই দুই কারণে এ নিয়ে আরও বেশি প্রশ্ন উঠছে। তবে বিশ্লেষকরা মনে করছেন, প্রকৃতপক্ষে ফ্যালকন নির্বাচনের পরেই সিসির দমনপীড়নের আদর্শ হাতিয়ার হয়ে উঠবে।

হোসাম এল-হামালয় সাংবাদিক ও আন্দোলনকর্মী। মিসরের সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা সংস্থা বিষয়ে গবেষক
মিডল-ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

তৃণমূল কাউন্সিলরের ছেলের ‘দাদাগিরি’র ভিডিও ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: তৃণমূল কাউন্সিলরের ছেলের দাদাগিরি আর সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল হতেই শোরগোল মালদহ জেলা জুড়ে। যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদমাধ্যম। প্রতিবেশী আইনজীবীর বাড়িতে ঢুকে সদ্য প্রসূতিকে মারধর ও ভাঙচুর করার অভিযোগ। বাবার ক্ষমতার অপব্যবহার করে এলাকায় দলবল নিয়ে হামলা করার অভিযোগে নাম জড়াল মালদহের পুরাতন মালদা পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বশিষ্ঠ্য ত্রিবেদীর ছেলে সুতিম ত্রিবেদীর বিরুদ্ধে। এ নিয়ে সুর চড়িয়েছে বিরোধীরা, সাফাই তৃণমূলের। যা নিয়ে শুরু রাজনৈতিক চাপানৌউত্তর।
ঘটনার প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ৯ ই ডিসেম্বর রাত্রি বারোটা নাগাদ পুরাতন মালদা পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পেশায় আইনজীবী অমরেশ দত্তের ছোট ছেলে অভিষেক দত্তের জন্মদিনের অনুষ্ঠান ছিল। সেই জন্মদিন অনুষ্ঠানে বড় ছেলে অর্কপ্রভ দত্ত ও তার স্ত্রী এবং অন্যান্য আত্মীয়রা আসে। হঠাৎ অতর্কিতভাবে তৃণমূল কাউন্সিলরের ছেলে সুতিম ত্রিবেদী দলবল নিয়ে বাড়িতে চড়াও হয়। আর এই নিয়ে শুরু হয় দুপক্ষের মধ্যে বচসা। বাড়িতে থাকা সমস্ত খাবার ফেলে দেয় বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে অর্কপ্রভ দত্ত তার স্ত্রী মৌসুমী মন্ডলকে বাবার বাড়িতে রেখে আসলে, সেখানে গিয়ে রাত্রি ১ টা নাগাদ প্রথমে পেটে লাথি ও চুলের মুঠি ধরে তার স্ত্রী কে মারধর করার অভিযোগ। আরে এই গোটা ঘটনা নিয়ে মালদা থানায় দারস্থ হয়েছেন আইনজীবীর পরিবার এবং অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলরের ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদিও ঘটনার তদন্তে নেমেছে মালদা থানার পুলিশ।এদিকে এই ঘটনা নিয়ে তৃণমূল কাউন্সিলর বশিষ্ঠ্য ত্রিবেদীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কিছুই বলতে চাননি। মৌখিকভাবে সাফাই দিয়েছেন, মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে আমার ছেলের বিরুদ্ধে। এরকম কোন ঘটনায় ঘটেনি।

ওয়াকফ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব মুসলিমদের: জামাআত

আপনজন ডেস্ক: সম্প্রতি ওয়াকফ বিষয়ে দিল্লিতে জামাআতে ইসলামী হিন্দের মারকাযে এক প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হল। “দিল্লির ওয়াকফ সম্পত্তির ১২৩ মামলা” শিরোনামে এই প্রোগ্রাম হয়। যেখানে ‘আঞ্জুমান হায়দেরি’ এর সাধারণ সম্পাদক বাহাদুর আব্বাস নাকভী ওয়াকফ সম্পত্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, দিল্লির ওয়াকফ বোর্ড এই রাজ্যের ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত। ইদানীংকালে ওয়াকফ সম্পত্তির অধিকাংশই বেদখল হয়ে রয়েছে বা মুসলিমদের জিম্মায় নেই। কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে রাজ্যের সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তি চিহ্নিতকরণের কথা হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল, যেখানে ওয়াকফ সম্পত্তি নথিভুক্তই নেই, সেখানে চিহ্নিতকরণ কীভাবে সম্ভব। এই ভুলটা যখন ধরা পড়ল সরকার তখন ওয়াকফ সম্পত্তির তথ্য পরিসংখ্যান লিপিবদ্ধ করতে এক সদস্যের কমিটি গঠন করল। সেই কমিটির রিপোর্টে সাফ বলা হয়েছিল, ১২৩টা সম্পত্তিই ওয়াকফের চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সেই রিপোর্ট সরকারের পছন্দ হয়নি। ফলে নতুন করে দুই সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। আঞ্জুমান হায়দেরি ছাড়াও অন্যান্য ওয়াকফের মাতোয়াল্লি সংস্থা উভয় কমিটির সামনেই হাজির হয়ে প্রাসঙ্গিক সমস্ত তথ্য, নথি ও প্রমাণপত্র উপস্থাপন করে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ের অর্ডারে বলা হয়, ওইসব ওয়াকফ সম্পত্তির কোনও দাবিদার নেই। যাহোক, সেই অর্ডার ভুল ছিল। কারণ, ওয়াকফ বোর্ড কোনও ওয়াকফ সম্পত্তির মালিক নয়; এইসব সম্পত্তির মালিকানা কেবলমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের।

দুটি পিস্তল সহ ধৃত এক যুবক

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি সহ ধৃত এক জলঙ্গি থানার পুলিশের হাতে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জলঙ্গির সাহেবরাম পুর এলাকা থেকে বাহাদুর মোল্লা (২৪) নামের এক যুবককে আটক করে তল্লাশি করলে তার কাছ থেকে ১২ বোরের ওয়ান সাটার দুটি পিস্তল ও দুই রাউন গুলি পাওয়া যায়। ঘটনায় গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা বাদ করছে পুলিশ কি উদ্দেশ্য আগ্নেয়াস্ত্র মজুত রেখেছিলো বা কাদের বা কি উদ্দেশ্য এই আগ্নেয়াস্ত্র রেখেছিলো। যদিও ধৃত বাহাদুর মোল্লার বাড়ি ডোমকল থানার কুপিলা গ্রামে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। ধৃত কে সাত দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন চেয়ে আদালতে পাঠানো হবে বলেও জানান পুলিশ।

অভিমান করে বসে থাকবেন না, দলীয় নেতাদের বার্তা জেলা তৃণমূল সভাপতির

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: অভিমান করে বসে থাকবেন না প্রকাশ্য সভায় দলীয় নেতাদের বার্তা জেলা তৃণমূল সভাপতির। দলের কিছু নেতা অভিমান করে বসে আছে। পদ না পেলে বা পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হলেই তারা গুম হয়ে বসে যাচ্ছে৷ এইভাবেই তো আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি প্রকাশ্যে সভায় দলের অভ্যন্তরীন সমস্যার কথা সামনে আনলেন বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি অরূপ চক্রবর্তী। বুধবার সন্ধ্যে বেলায় বাঁকুড়ার কোতুলপুরে তৃণমূলের সভায় এমন কথায় বলেন তিনি। বিজেপির কটাক্ষ তৃণমূলের পদ শুধু কাটমানির জন্য আর তা নিয়ে এদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তা এদের কথাতেই পরিষ্কার।
কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ইস্যু কে সামনে রেখেই বুধবার সন্ধ্যে বেলায় কোতুলপুর নেতাজী মোড়ে সভা করে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল। সেই সভায় হাজির ছিলেন রাজ্য তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার, সমীর চক্রবর্তী, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব। এদিনের সভায় বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা তালডাংরা বিধায়ক অরূপ চক্রবর্তী দলের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কথা সামনে আনেন। এদিন তিনি বলেন যারা দুর্দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে মুখ্যমন্ত্রী করলেন আজ তাদের মনে এত অভিমান কেন। কেন অভিমান করব, কেন পিছিয়ে যাচ্ছি আমরা আসুন আমরা সবাই মিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে দিল্লীকে দেখিয়ে দিতে চাই বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কারও স্থান নেই। এদিন তিনি বলেন আমরা পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি করব না দল যাকে দায়িত্ব দেবে তাকে সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হলে বা পদ না পেলে গুম হয়ে যাবো। কি অভিমান কিসের জন্য অভিমান করে বসে থাকব এ জিনিস চলতে পারে না। আমরা দলের সৈনিক, আমার পরিচয় আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল করি।
অভিমানীদের দলের সাংগঠনিক কাজে যোগ দেওয়ার আহ্বান করেন তিনি।
তৃণমূল সভাপতি অরূপ চক্রবর্তীর এই বক্তব্যকে কটাক্ষ করেছে বিরোধী দল। এদের পদ হল কাটমানি। পদ থাকলে কাটমানি থাকবে না থাকলে থাকবে না এই নিয়ে তো আদি আর নব্যের লড়াই শুরু হয়েছে সেটা প্রকাশ্য দেখা যাচ্ছে প্রতিক্রিয়া বিরোধী দলের এক জেলা মুখপাত্রের।

মালদায় জমি ও কয়লার ব্যবসায়ীর বাড়িতে কেন্দ্রীয় এজেন্সির হানা

দেবাশীষ পাল ● রতুয়া

আপনজন: মালদহে হানা কেন্দ্রীয় এজেন্সির। রতুয়ার কাহালায় প্রাক্তন সিআইসিএফ কর্মী। বর্তমানে জমি, ও কয়লার ব্যবসায় যুক্ত ব্যবসায়ী শ্যামল সিং। আজ সাতসকালে এজেন্সি হানা। তবে কি কারণে এই তল্লাশি অভিযান এখনও স্পষ্ট নয়। তাঁর বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে। আগামীকাল তাঁর ভাইঝির বিয়ে। আর এরইমধ্যে কেন্দ্রীয় এজেন্সির হানা। এজেন্সি আধিকারিকেরা বাড়ির ভেতরে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন। বাড়ির প্রত্যেক সদস্যদের মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাড়িতে রয়েছেন শ্যামল সিং ও। এই শ্যামল সিং দীর্ঘদিন আসানসোলে কর্মরত ছিলেন। মালদায় সিবিআই হানা। রতুয়ার কাহালায় প্রাক্তন সিআইএসএফ জওয়ান তথা বর্তমানে জমি ব্যবসায়ী শ্যামল সিং-এর বাড়িতে সাত সকালেই হানা অভিযান চালালেন সিবিআই আধিকারিকরা। সকাল আটটা নাগাদ জমি ব্যবসায়ীর বাড়ির বাইরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের মোতায়েন করে বাড়ির ভিতরে অভিযান চালান সিবিআই আধিকারিকরা। তারা জমি ব্যবসায়ী শ্যামল সিং সহ তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে দীর্ঘক্ষণ ধরে অভিযান চালান। অবশেষে বেলা ১২টা নাগাদ সিবিআই আধিকারিকরা প্রাক্তন সিআইএসএফ জওয়ান তথা বর্তমানে জমি ব্যবসায়ী শ্যামল সিং-এর বাড়ি থেকে বিভিন্ন নথপত্র বাজেয়াপ্ত করে লাল কাপড়ে মোড়ানো অবস্থায় নিয়ে যান বলে খবর। যদিও এই বিষয়ে সিবিআই আধিকারিকরা মুখ খুলতে চাননি। স্বভাবতই কি কারণে সিবিআই হানা সেই ব্যাপারে এখনও কিছু জানা যায়নি।এর পরে সিবিআই এর টিম, রতুয়ার কাহালার পর এবার মালদা শহরে হানা দেয় । বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটা নাগাদ সিবিআই-এর আট সদস্যের এক আধিকারিক দল মালদা শহরের ১নং গভমেন্ট কলোনী এলাকার এক ফ্ল্যাটে হানা দেয়। উল্লেখ্য, এদিন সাত সকালেই সিবিআই আধিকারিকরা প্রথমে রতুয়ার কাহালায় প্রাক্তন সিআইএসএফ জওয়ান তথা বর্তমানে জমি ব্যবসায়ী শ্যামল সিং-এর বাড়িতে হানা দেন। সেখানে অভিযান চালিয়ে বেশকিছু নথিপত্র সংগ্রহ করেন।

নাবাবিয়া মিশনের সায়েন্স ল্যাবের উদ্বোধনে হুগলির পুলিশ সুপার

আপনজন ডেস্ক: বুধবার হুগলি জেলার খানাকুল থানার নাবাবিয়া মিশনে উন্নত মানের নতুনভাবে নির্মিত সায়েন্স ল্যাবরেটরির শুভ উদ্বোধন করলেন হুগলি জেলার পুলিশ সুপার কামনাসীষ সেন। উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ এসডিপিওঅভিষেক মন্ডল, আরামবাগ সিআই উত্তম কুমার দেবনাথ খানাকুল থানার ওসি রাসেল পারভেজ, মেজ বাবু স্বপন, রামপ্রসাদ ফাড়ি ইনচার্জ গৌরাঙ্গ, এস,আই হেডকোয়ার্টার আরিফুল আনোয়ার সহ অন্যান্য মহকুমা ও খানাকুলের পুলিশ আধিকারিকরা। পুলিশ সুপার সহ পুলিশ আধিকারিকরা মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন তাদের খোঁজ খবর নেন। মিশন ঘুরে দুই ক্যাম্পাস ঘুরে সন্তোষপ্রকাশ করেন। এই মিশনের সাধারণ সম্পাদক শেখ শাহিদ আকবারু অতিথিদের নিয়ে মিশন ক্যাম্পাস ঘুরিয়ে দেখান। পুলিশ সুপারকে এদিন সংবর্ধনাও জানানো হয়। এরপর ফিতে কেটে নতুন সায়েন্স ল্যাব উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার কামনাশীষ সেন। এদিন দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণও করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষক শিক্ষা কর্মী সমিতির মুখপাত্র সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ক্যাম্পাসের নব রূপায়ণে প্রধান সহায়তাকারী পতাকা ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড কর্ণধার জিডি চেরিটেবল সোসাইটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেনের জন্য দোয়া ও সুস্থতা কামনা করা হয়।

গাঁদা ফুল চাষে বাড়তি আয়! হাসি ফুটছে ফুল চাষির

মিলটন মণ্ডল ● করিমপুর

আপনজন: প্রচলিত চাষাবাদের সঙ্গে সঙ্গে ফুল চাষে মন নদিয়ার করিমপুরের কৃষক দীনেশ মণ্ডলের। চাষ করছেন মরশুমী গাঁদা ফুল চাষ। গাঁদা চাষ করে বাড়তি আয়ে, এখন হাসি ফুটেছে দীনেশ মণ্ডলের পরিবারে। গাঁদা চাষ করতে হলে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয় না। কম সময়েই ফুল পাওয়া যায়।
প্রায় সবসময়েই ভালো চাহিদা থাকে এই ফুলের। গাঁদা ফুল চাষী দীনেশ মণ্ডলের কথায়, শীতকালে অন্য কনোও কাজ থাকে না। আর ফুল নষ্ট কম হয় এই সময়। আমি প্রায় তিন বছর ধরে পাঁচ কাঠা জমিতে এই গাঁদা ফুল চাষ করি। সার, ওষুধ, সেচ সব কিছুই দিতে হয় অন্যান্য চাষের মতো।
পাড়াগাঁয়ের লোক ফুল কেনে, তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফুল দিয়ে আসি আমি। আবার আমার বাড়ি থেকেও গাঁদা ফুল কিনে নিয়ে যায় অনেকেই। আমি দশ টাকায় পঁচিশ থেকে তিরিশটা পর্যন্ত ফুল দিই বলে জানান চাষি দীনেশ মণ্ডল।

ব্যবসায়ী খুনের কিনারা করল রানাঘাট পুলিশ

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার ব্যবসায়ী খুনের কিনারা করল রানাঘাট জেলা পুলিশ। ভিন রাজ্য থেকে দুই সহ গ্রেপ্তার চার। গত ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে সাতটা নাগাদ নদীয়ার তাহেরপুর থানার ভাদুড়ী এলাকায় ৫০ বছর বয়সী রাজা ভৌমিক নামে এক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী খুনের কিনারা করল রানাঘাট জেলা পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা বাড়িতে কয়েকজন দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র সহ ঢুকে স্ত্রীর মুখ চেপে ধরে দোতলায় থাকা রাজা ভৌমিক কে পর পর দুটি গুলি করে।তবে সিসি ক্যামেরা কিংবা দুষ্কৃতীদের ফেলে যাওয়া কোন প্রমাণ কিংবা পরিবারের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ কিছুই পাইনি পুলিশ।এমন কি এর নেপথ্যে কোন শত্রুতা আছে কিনা তাও সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পারেনি পরিবার। যদিও রানাঘাট জেলা পুলিশ এবং তাহেরপুর থানা সেই থেকে ঘটনার তদন্তে নেমেছিলো। তবে রানাঘাট পুলিশ জেলার উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের প্রচেষ্টায় বৃহস্পতিবার রাতে দুজন এবং আজ বোম্বে এবং রাজস্থান থেকে গ্রেফতার করা হয় অপর দুজনকে। শুক্রবার তাহেরপুর থানায় জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন,সুদের টাকার জন্যই খুন হতে হয়েছিল ওই ব্যবসায়ী রাজা ভৌমিককে। বর্ধমান থেকে রাসমণি বিশ্বাস নামে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে অন্যদিকে এই অপরাধের সাথে যুক্ত সৌরভ মজুমদারকে নতুন পাড়া থেকে গ্রেফতার করা হয়।ঘটনা সঙ্গে যুক্ত আরও দুই ব্যক্তি হৃদয় মন্ডল নতুনপাড়ায় বাড়ি হলেও তিনি রাজস্থানে ছিলেন,হবিবপুরে বাড়ি দেবু বিশ্বাস ছিলেন বোম্বেতে। ডিপার্টমেন্টাল ট্রাকিং এর মধ্য দিয়ে তাদের দুজনকে গ্রেফতার করে আজ নিয়ে আসা হয়েছে। তবে দুষ্কৃতীদের মোটিভ ছিল খুন। ধৃতদের ১২ দিনে রিমাইন্ডে নিয়ে আসা হয়েছে।

স্কুলের তালা ভেঙে ভাঙচুর কম্পিউটার, দামি জিনিস পত্র চুরি

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: ব্রিটিশ আমলের ১৫০ বছরের হটুগঞ্জ মহারাজা নরেন্দ্র কৃষ্ণ হাই স্কুলে প্রধান কার্যালয় এর তালা ভেঙে কম্পিউটারের কিছু দরকারি জিনিস পত্র চুরি ও ভাংচুর করে দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। গভীর রাতে ব্রিটিশ আমলের ঐতির্যপুর্ন ১৫০ বছরের হোটুগঞ্জ মহারাজা নরেন্দ্র কৃষ্ণ হাই স্কুলের প্রধান কার্যালয়ের দরজার তালা ভেঙে দুঃসাহসিক চুরি করল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি মগরাহাট পশ্চিম ব্লকের একতারা অঞ্চলের হটুগঞ্জ মহারাজা নরেন্দ্র কৃষ্ণ হাই স্কুলের। জানাযায় প্রতিদিনের মতো এদিন বৃহস্পতিবার সকালে স্কুলে আসেন শিক্ষকরা, স্কুল খুলতেই নজরে পড়ে স্কুলের প্রধান কার্যালয়ের দরজার তালা ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে। তার পর শিক্ষকরা স্কুলে ভেতরে ঢুকে দেখে বেশ কয়েকটি আলমারি ভেঙে লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে রয়েছে নামিদামি জিনিস ও মূল্যবান কাগজপত্র।যদিও প্রধান কার্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজের কম্পিউটারের কিছু দরকারি জিনিসপত্র চুরি করে নেয় দুষ্কৃতীরা, এছাড়াও সিপিইউ ৪ টি,মাউস ২ টি,কিবোর্ড ১টি,জার্সির সেট ৫টি সহ আরও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস লোপাট করে। চুরির ঘটনার জেরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় ওই হাইস্কুলে। তবে কেন এই দুঃসাহসিক চুরি তা কিছুতেই বুঝতে পারছে না স্কুলের শিক্ষকরা।তবে এই চুরির ঘটনায় প্রধান শিক্ষক কালি গোপাল হালদার জানায় এর পিছনে কোনো রাজনৈতিক চক্রান্ত নয়,এটা স্থানীয় কিছু দুষ্কৃতীদের উপর সন্দেহ করেন। তারা নেশার টাকা জোগাড় করতে এমনটা করেছে।এই প্রথম স্কুলের দরজার তালা ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটেনি,এর আগেও একাধিকবার এই হাই স্কুলে চাল চুরি, বাথরুমের যাবতীয় উন্নতমানের জিনিস চুরির ঘটনা ঘটেছে। এখন বিষয়, স্কুলের প্রধান কার্যালয়ের দরজার তালা ভেঙে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র চুরি করে লোপাট করেছে দুষ্কৃতীরা,নাকি অন্য কোনও কারণ। সবটাই উঠে আসবে পুলিশের তদন্তের মধ্যে দিয়ে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভুবনেশ্বরী অঞ্চলে পাকা রাস্তার সূচনা

মোমিন আলি লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: কুলতলী বিধান সভার অন্তর্গত কুলতলী ব্লকে গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী অঞ্চলের কুলতলীর বিধায়কের ক্লান্তিক প্রচেষ্টায় জেলাপরিসদ দপ্তরের মাধ্যমে পূর্বগুড়গুড়িয়া ২৩৪ নং বুথে দুলাল দাসের বাড়ি হইতে বিশ্বনাথ বেরার বাড়ি পর্যন্ত ৯০০ ফুট কংক্রিটের রাস্তার শুভ উদ্বোধন হল। দীর্ঘ দিনের এই রাস্থা বেহাল দশা ছিল। আজ রাস্তা উদ্বোধন ফলে গ্রামের মানুষের আনন্দিত। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ নবনির্বাচিত সদস্য মুকুন্দ মন্ডল, গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি পিন্টু মন্ডল, সম্পদক জাকির মন্ডল, গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী অঞ্চলের অঞ্চল প্রধান জয়দেব প্রধান,(বাবলু), কুলতলীর পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ রাজু শীট, সুনির্মল দাস, অঞ্জলী মন্ডল,নিতাই চন্দ্র পরিয়া, বাসুদেব বক্তা,মন্টু মাইতি,সহ একাধিক বিশিষ্ট নেতৃত্ব।

ব্যবসায়ীর বাড়িতে কাস্টমসের হানা

জাহেদ মিস্ত্রী ● বারুইপুর

আপনজন: বৃহস্পতিবার হঠাৎই বারুইপুর পৌরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের উকিল পাড়াতে কাস্টমসের হানা। বারুইপুর উকিল পাড়ার শৈলেন বৈদ্য নামে ব্যবসায়ীর বাড়িতে কয়েক ঘন্টা ধরে চলে অভিযান। শৈলেন বিশ্বাসের বড়বাজারে একটি রুপোর পাইকারি দোকান আছে। তার বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয়েছে ১৭০ কেজি রুপার বাট ও ৩০ লক্ষ টাকা নগদ। যার কোন বৈধ নথিপত্র দেখাতে পারেনি ব্যবসায়ী শৈলেন বৈদ্য। কাস্টমসের আধিকারিকরা ব্যবসায়ী শৈলেন বৈদ্য ও তার ছেলে প্রবীর বৈদ্য কে আটক করে বারুইপুর থানায় নিয়ে আসে। তারপর তাদেরকে নিয়ে কাস্টমসের স্টান্ড রোডের অফিসে রওনা দেয় কাস্টমস অফিসাররা।শুক্রবার তাদেরকে আদালতে তোলা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ছাত্রদের নিয়ে উদ্ভিদ উদ্যানে প্রকৃতি পাঠ

সুরজীৎ আদক ● আমতা

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদের সক্রিয় উদ্যোগে আমতা পূর্ব চক্রের আয়োজনে আমতা নিত্যানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রায় ৮০ জন ছাত্রদের নিয়ে আজ শিবপুরের আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে প্রকৃতি পাঠ করানো হল। ছাত্রদের গাছ চেনান বিশিষ্ট পরিবেশবিদ, হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চের সভাপতি ডাঃ সৌরেন্দুশেখর বিশ্বাস। বন্যপ্রাণ সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া ও বাইনোকুলারে পাখি দেখায় বিশিষ্ট বন্যপ্রাণ সংরক্ষণকারী চিত্রক প্রামাণিক, শুভজিৎ মাইতি ও অর্পন দাস। সক্রিয় উদ্যোগ ও পরিচালনায় উপস্থিত ছিলেন আমতা পূর্ব চক্রের এস.আই অফ স্কুল অনিকেত মুখার্জী এবং ওই বিদ্যালয়ের ৬ জন সহশিক্ষিক।

বার্সেলোনার লজ্জার হার 'অচেনা' অ্যান্টওয়ার্পের কাছে

আপনজ ডেস্ক: অ্যান্টওয়ার্প ৩: ২ বার্সেলোনা।
বার্সেলোনার গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার বিষয়টি হতে পারত এ খবরের শিরোনাম। কিন্তু অ্যান্টওয়ার্পের কাছে বার্সার অবিশ্বাস্য এক হারে অনেকটা আড়ালেই পড়ে গেছে সেটি। সব ছাপিয়ে অচেনা এক বেলজিয়ান ক্লাবের জয়ই এখন আলোচনার কেন্দ্রে। তাও সাদামাটা কোনো জয় নয়। রীতিমতো রোমাঞ্চ ছড়িয়ে ম্যাচটা জিতেছে অ্যান্টওয়ার্প। ম্যাচের ২ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যাওয়া অ্যান্টওয়ার্প ৩৫ মিনিটে ফেরান তোরেসের গোলে লিড হারায়। ৫৬ মিনিটে অবশ্য ফের এগিয়ে যায় অ্যান্টওয়ার্প। নির্ধারিত সময়েও এগিয়ে ছিল তারা। কিন্তু যোগ করা সময়ের এক মিনিটে মার্ক গুইয়ুর গোলে সমতায় ফেরে বার্সা। কিন্তু পরের মিনিটে গোল করে ৩-২ গোলে জয়ের আনন্দে মাতে অ্যান্টওয়ার্প।
একই রাতে পরের পর্বে যেতে হলে পোর্তোর বিপক্ষে জিততেই হতো শাখতার দোনেৎস্ককে। অন্য দিকে পোর্তোকে ড্র করলেই চলত। এমন সমীকারণ পোর্তো অবশ্য পেয়েছে ৫-৩ গোলের দারুণ জয়। যা বার্সার সঙ্গে তাদেরও নিয়ে গেছে শেষ ষোলোয়।
আগেই শেষ ষোলোয় নিশ্চিত করায় বার্সা এদিন অপেক্ষাকৃত তরুণ ও অনিয়মিত খেলোয়াড়দের মাঠে নামায়। যার প্রভাব পড়েছে দলটির খেলাতেও। এলোমেলো বার্সাকে পেয়ে শুরুতে লিড নেওয়া অ্যান্টওয়ার্প ম্যাচজুড়ে দারুণ খেলেছে। বল দখলে পিছিয়ে থাকলেও আক্রমণ ও সুযোগ তৈরিতে বার্সাকে রীতিমতো হুমকিতে রেখেছে তারা। যার ফলও অবশ্য এসেছে ম্যাচ শেষে। বার্সেলোনার মতো দলকে ইউরোপিয়ান মঞ্চে হার উপহার দিয়েছে বেলজিয়াম ক্লাবটি।
রেড স্টার বেলগ্রেড ২: ৩ ম্যান সিটি
গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আগেই চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছিল ম্যানচেস্টার সিটি। যেখানে রানার্সআপ হয়ে তাদের সঙ্গী হয় আরবি লাইপজিগ। রেড স্টার বেলগ্রেডের বিপক্ষে ম্যাচটি সিটির জন্য ছিল শুধুই নিয়মরক্ষার। অগুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে অবশ্য দলের সেরা তারকাদের অনেককেই বিশ্রাম দেন পেপ গার্দিওলা। ফলে নিজেদের প্রমাণ করার সুযোগ আসে সিটির একাডেমি ফুটবলারদের।
সুযোগ পেয়ে নিজেদের মেলেও ধরেন সিটির বেঞ্চ খেলোয়াড়েরা। ১৯ মিনিটে অভিষেকেই সিটিকে এগিয়ে দেন ২০ বছর বয়সী তরুণ জুড হেমিল্টন। ৬২ মিনিটে আরেক তরুণ অস্কার বব নিজের প্রথম চ্যাম্পিয়নস গোলে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন সিটিকে। এরপর হুয়াং ইন-বিওমের গোলে ব্যবধান ২-১ করে বেলগ্রেড। তবে ৮৫ মিনিটে পেনাল্টি গোলে সিটিকে ফের দুই গোলের লিড এনে দেন কালভিন ফিলিপিস। যোগ করা সময়ে অবশ্য বেলগ্রেড আরও একটি গোল শোধ করে। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ শেষ হয় ৩-২ গোলে। এ জয়ে গ্রুপ পর্বে ৬ ম্যাচের প্রতিটিতেই জিতল সিটি। ২০২১-২২ মৌসুমের ইয়ুর্গেন ক্লপের লিভারপুলের পর দ্বিতীয় ইংলিশ দল হিসেবে এই কীর্তি গড়ল সিটি।

আমি একজন গর্বিত মুসলিম ও ভারতীয়, সমস্যার কী আছে: শামি

আপনজন ডেস্ক: ভারতকে গত মাসে বিশ্বকাপের ফাইনালে তোলায় দারুণ অবদান ছিল মোহাম্মদ শামির। ৭ ম্যাচে ২৪ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন এই পেসার। তবে বিশ্বকাপের মাঝেই এক বাজে অভিজ্ঞতা হয়েছিল শামির। ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়ে 'সিজদা' দেওয়ায় সমর্থকদের রসিকতার শিকার হয়েছিলেন। ভারতের সংবাদমাধ্যম 'আজ তক'-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় এ নিয়ে মুখ খুলেছেন শামি।
বিশ্বকাপের লিগ পর্বে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে ৫ উইকেট নিয়ে মাঠেই সিজদা দিয়েছিলেন শামি। মুসলিম হওয়ায় ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেই এভাবে নিজের সাফল্য উদ্‌যাপন করেছিলেন। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে রসিকতায় মেতে উঠেছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। 'আজ তক'-এর সঞ্চালক এই প্রসঙ্গ জানতে চাইলে শামি বলেছেন, 'আমি প্রার্থনা করতে চাইলে কে ঠেকাবে? আমি অন্তত কারও প্রার্থনা থামাব না। আমি প্রার্থনা করতে চাইলে করব, তাতে সমস্যার কী আছে? আমি একজন মুসলিম, সেটা গর্ব নিয়েই বলব। আমি একজন ভারতীয়, সেটাও গর্ব নিয়েই বলব। এতে সমস্যার কী আছে?'
খেলাধুলায় ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পুরস্কার 'অর্জুনা অ্যাওয়ার্ড'-এর জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন শামি। সেটি করেছে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ভারতের সংবাদমাধ্যম 'ইন্ডিয়া টুডে' মন্ত্রণালয়ের সূত্র মারফত জানিয়েছে, এই পুরস্কারের জন্য মনোনীতদের তালিকায় শুরুতে ছিলেন না শামি। তাঁর নামটা রাখতে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে বিশেষ অনুরোধ করেছে বিসিসিআই। তবে 'আজ তক'-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় বিশ্বকাপে সিজদার জন্য রসিকতার শিকার হওয়া নিয়ে সোজাসাপটা ভাষায় নিজের ভাবনাটাই জানিয়েছেন শামি, 'প্রার্থনার জন্য আমার যদি কারও অনুমতি নিতে হয়, তাহলে এই দেশে আছি কেন? ৫ উইকেট নিয়ে এর আগে কি আমি কখনো এটা করেছি? অনেকবারই তো ৫ উইকেট পেয়েছি। আপনি বলুন কোথায় গিয়ে প্রার্থনা করতে হবে, সেখানেই করব।'
বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম ৪ ম্যাচে দলে জায়গা পাননি শামি। এরপর সেমিফাইনাল ও ফাইনালসহ টানা ৭ ম্যাচে নিয়েছেন ২৪ উইকেট। বোলিং গড় ১০.৭০। ২৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে শামির খেলার সম্ভাবনাই বেশি। সেঞ্চুরিয়ানে হবে প্রথম টেস্ট। ৩ জানুয়ারি থেকে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে কেপটাউনে।

'বলবয়' থেকে অভিষেকেই গোল করা ছেলেটিকে ভুলে গিয়েছিলেন কোচ গার্দিওলা

আপনজন ডেস্ক: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একসঙ্গে দুটি ছবি ভাসছে। খুদে এক ছেলেকে কানে কানে কী যেন বলছেন পেপ গার্দিওলা। পাশেই আরেকটি ছবি। দেখলে বোঝা যায় প্রথম ছবিতে গার্দিওলা যে ছেলেটির কানপড়া দিচ্ছিলেন, সেই ছেলেটিই বড় হয়ে ওঠার পর ছবিটি তোলা হয়েছে। নাম তাঁর মিকা হ্যামিল্টন। ২০ বছর বয়সী উইঙ্গারের গতকাল অভিষেক হলো ম্যানচেস্টার সিটির মূল দলে। সেটাও চ্যাম্পিয়নস লিগের মতো প্রতিযোগিতায়। সিটি কোচ গার্দিওলা অবশ্য পাকা জহুরী। অভিষেকে মিকার গোল পাওয়াই বলে দেয় গার্দিওলা রত্ন চেনেন।
কিন্তু সিটি কোচ সম্ভবত মিকার অতীত ভুলে গিয়েছিলেন। ৯ বছর বয়সে সিটির একাডেমিতে ভর্তি হন এই ইংরেজ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। আগেই শেষ ষোলো নিশ্চিত করা সিটি রেড স্টার বেলগ্রেডের বিপক্ষে ৩-২ গোলে জেতার পর গার্দিওলাকে মিকার সেই ছবিটি দেখানো হয়, যেখানে বলবয়ের ভূমিকায় এই উইঙ্গার। আর কানে কানে তাঁকে কিছু একটা বোঝাচ্ছিলেন গার্দিওলা। ছবিটি ২০১৭ সালে সিটি এবং ক্রিস্টাল প্যালেসের মধ্যকার ম্যাচের। সে ম্যাচে খেলোয়াড়দের মন্থর গতির খেলায় মন ভরছিল না গার্দিওলার। সিটি কোচ তাই বলবয় মিকা এবং তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গদের ডেকে ম্যাচের গতি বাড়াতে বল নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলেছিলেন। কারণ ম্যাচের মধ্যে ফাউল বা বল দাগের বাইরে যাওয়ার পর খেলা পুনরায় শুরু হতে দেরি হচ্ছিল।
ছয় বছর আগের সেই ছবিটি দেখে শুরুতে মিকাকে চিনতে পারেননি গার্দিওলা। অথচ ম্যাচে তাঁকেই খেলিয়েছেন! মেইল অনলাইন জানিয়েছে, ছবিটিতে চোখ রেখেই গার্দিওলা বলেছেন, 'মনে ছিল না! ছয় বছর আগে? কী গোলটা করল! আর ম্যাচটাও হয়েছে দারুণ। ওকে নিয়ে আমি সন্তুষ্ট।' গার্দিওলা এরপর মিকা সমন্ধে বলে যান, 'ও আমাদের সঙ্গে প্রায়ই অনুশীলন করে। ওয়ান-ওয়ানে আমরা ওর দক্ষতা দেখেছি। দারুণ একটি গোলের পাশাপাশি পেনাল্টিও এনে দিয়েছে। যখন ও ওয়ান-ওয়ানে খেলতে পারছে না তখন প্রচুর পাস দিয়েছে। রক্ষণেও আক্রমণাত্মক মানসিকতায় খেলেছে।'
২০০৩ সালে জন্ম নেওয়া মিকা সিটির অনূর্ধ্ব-৯ দল দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন। তাঁকে নিয়ে সিটির ওয়েবসাইটে লেখা হয়েছে, 'বৈচিত্র্য আছে। মাঝমাঠে খেলার পাশাপাশি দুই প্রান্তেও গতি দিয়ে রক্ষণে চিড় ধরাতে পারেন এবং সেটা সবগুলো বয়সভিত্তিক দলেই দেখিয়ে এসেছেন।' মিকা মূলত বাঁ উইংয়েই বেশি খেলেন। কিন্তু অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারের পাশাপাশি ডান প্রান্তের উইঙ্গার হিসেবেও দক্ষ। সিটির অনূর্ধ্ব-১৮ দলে ভালোভাবে নিজের জাত চেনানোর পর তাঁর উঠে আসার পথটা সুগম হয়।
গোল করা পরাবাস্তব অনুভূতি হয়েছে মিকারএএফপি
সিটির মূল দলে অভিষেকের ১৯ মিনিটেই গোল পেয়ে যাওয়ায় মিকার শুরুটা নিশ্চয়ই স্বপ্নের মতোই হলো? উত্তর শুনুন এই তরুণের মুখেই, 'সত্যি বলতে কী বলা উচিত বুঝতে পারছি না। পরাবাস্তব অনুভূতি হচ্ছে। গোলটাও সবাই দেখেছেন। তখন ঠিক কী করা উচিত ছিল জানি না। তিনি (গার্দিওলা) আমাকে ডান উইংয়ে রেখেছিলেন, যেটা আমার জন্য একটু আলাদা। ওই পজিশনে সেভাবে খেলিনি। তাই চ্যালেঞ্জটা নিয়েছি এবং প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি।'

আইসিসির দ্বিচারিতার সমালোচনায় খাজা

আপনজন ডেস্ক: পার্থে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থনের স্লোগানসংবলিত জুতা পরে খেলতে চেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার উসমান খাজা। কিন্তু আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী অনুমতি ছাড়া খেলোয়াড়-ম্যাচ অফিশিয়ালরা বার্তাসংবলিত কোনো পোশাক ও সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারবেন না। খাজা এরপর ভিডিও বার্তায় আইসিসির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঘোষণা দিয়েছিলেন। আজ পার্থ টেস্ট শুরুর আগে গা গরমের সময় স্লোগানসংবলিত জুতা পরেছেন খাজা। তবে জুতার ওপর লেখা বার্তাটা টেপ দিয়ে ঢেকে নিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান এই ওপেনার।
এর আগে জুতায় 'স্বাধীনতা একটি মানবাধিকার' এবং 'প্রতিটি জীবনের মূল্য সমান' লিখে অস্ট্রেলিয়ার অনুশীলনে অংশ নিয়েছেন খাজা। টেস্টে এই স্লোগানসংবলিত জুতা পরেই মাঠে নামতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আইসিসির বাধায় সেটি আর হয়নি। খাজা এরপর গতকাল ভিডিও বার্তায় বলেছিলেন, 'আইসিসি আমাকে বলেছে, তাদের নিয়ম অনুযায়ী আমি আমার জুতা পরতে পারব না। কারণ, এখানে রাজনৈতিক বিবৃতি আছে। আমি এমনটা বিশ্বাস করি না, এটা মানবিক আবেদন। তাদের মতামত ও সিদ্ধান্তকে আমি সম্মান করি, কিন্তু আমি এর বিরুদ্ধে লড়াই করব।'
পার্থ টেস্টে আজ প্রথম দিনের খেলা শুরুর আগে ফক্স স্পোর্টসের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেন খাজা। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার আইসিসিকে দ্বিচারী আচরণের জন্য অভিযুক্ত করেন। তাঁর দাবি, অন্য খেলোয়াড়েরা রাজনৈতিক বার্তা দিলেও তাঁরা নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হননি, 'আমি মনে করি, অতীতে এত কিছু ঘটেছে যে এখন তা নজির হয়ে গেছে। আমি ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটারের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের কথা বলছি। এর আগে অনেকেই জুতায় বার্তা লিখেছে। অন্যদের বার্তায় ধর্মীয় ব্যাপার থাকলেও এবং যেটা আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী কৌশলগতভাবে অনুমোদন দেওয়া হয় না, তারপরও কিন্তু আইসিসি এ বিষয়ে কিছু বলেনি। তারা আমার ব্যাপারে কঠোর হওয়ায় হতাশ হয়েছি। কিন্তু তারা সবার প্রতিই এত কঠোর হয় না। এটাই সম্ভবত সবচেয়ে হতাশার ব্যাপার।'
অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি ওপেনারের ভাষ্য, 'আমি আবেগপ্রবণ হচ্ছি না। এটা নিয়ে এমনিতেই প্রচুর আবেগ আছে সবার। যারা কথা বলতে পারছে না, তাদের হয়ে বিশ্বকে ব্যাপারটি জানানোর বাইরে আর কোনো লক্ষ্য নেই আমার।'
জুতায় বার্তা লেখার কারণে খাজা যেমন সমর্থন পেয়েছেন, তেমনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচিতও হচ্ছেন। খাজা এর প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, তিনি 'একটু হতাশ', তবে 'যা বিশ্বাস করি সেটার জন্য লড়াই করব' বলেও জানিয়েছেন তিনি, '"প্রতিটি জীবনের মূল্য সমান" কিংবা "স্বাধীনতা একটি মানবাধিকার" কথার মধ্যে আমি কোনো বিতর্ক দেখি না। এটাকে কেন রাজনৈতিক বলা হচ্ছে, সেটাও জানি না। আমি যা বলেছি, সেটা লোকের পছন্দ না করার ব্যাপারটি আমার জন্য মেনে নেওয়া কঠিন। সবাই যে সবার কথায় একমত হবে, সেটাও আমি মনে করি না। তবে লোকে এসব কথায় অস্বস্তিতে আছে, ব্যাপারটা আমাকেও অস্বস্তিতে ফেলেছে।'
খাজা এরপর জানিয়েছেন, তিনি যা বিশ্বাস করেন, সে পথেই চলবেন, 'লোকে আমার সঙ্গে একমত না হোক কিংবা আমার কথা পছন্দ না করুক। কিন্তু আমি নিজে যা বিশ্বাস করি, সে পথেই চলব। ক্যারিয়ারের পেছন ফিরে তাকিয়ে বলতে চাই, মূল্যবোধের জন্যও লড়েছি। শুধু মাঠের কাজের জন্য নয়, মাঠের বাইরের কাজের জন্যও নিজের প্রতি সম্মানবোধটা আমার আছে।'
এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পার্থ টেস্টে আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম দিনে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে বিনা উইকেটে ৯০ রান তুলেছে অস্ট্রেলিয়া। ২৯ রানে ব্যাট করছিলেন খাজা। অন্য প্রান্তে ৫৮ রানে অপরাজিত ডেভিড ওয়ার্নার।
ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, সংহতি প্রদর্শনের অংশ হিসেবে খাজা এই ম্যাচে কালো বাহুবন্ধনী পরে খেলতে নেমেছেন।

ফিফার বর্ষসেরার সংক্ষিপ্ত তালিকায় মেসি, সঙ্গে এমবাপ্পে-হলান্ড

আপনজন ডেস্ক: আগামী ১৫ জানুয়ারি লন্ডনে অনুষ্ঠিত হবে 'ফিফা দ্য বেস্ট'-এর পুরস্কার বিতরণী। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে ২০২৩ সালের বর্ষসেরা ফুটবলার ও কোচদের নাম। আজ বর্ষসেরা পুরুষ খেলোয়াড়ের সংক্ষিপ্ত তালিকা ঘোষণা করেছে ফিফা। এতে লিওনেল মেসির সঙ্গে আছেন আর্লিং হলান্ড ও কিলিয়ান এমবাপ্পে। একই দিন ঘোষিত বর্ষসেরা নারী ফুটবলারের তালিকায় নাম এসেছে স্পেনের আইতানা বোনমাতি, কলম্বিয়ার লিনদা কাইসেদো ও স্পেনের আরেক তারকা হাভিয়ের এরমোসোর।
সেরা খেলোয়াড় ও কোচ নির্বাচনে ২০২২ সালের ১৯ ডিসেম্বর থেকে এ বছরের ২০ আগস্ট পর্যন্ত পারফরম্যান্স বিবেচনা করা হচ্ছে। এর আগে এ পুরস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে ১২ ফুটবলার ও ৫ কোচকে বেছে নিয়েছিল ফিফার বিশেষজ্ঞ প্যানেল। সেই তালিকা থেকে আন্তর্জাতিক জুরিবোর্ড বেছে নিয়েছে সংক্ষিপ্ত তালিকা। এই জুরিবোর্ডে আছেন সব জাতীয় দলের অধিনায়ক ও কোচ, ফুটবল সাংবাদিক ও ফিফার অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে ভোট দেওয়া ফুটবলভক্তরা।
গত বছর ডিসেম্বরে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতানোর পর ফিফা দ্য বেস্ট পুরস্কারও জিতেছিলেন মেসি। শুধু আর্জেন্টিনার হয়েই নয়, ফরাসি ক্লাব পিএসজির হয়েও তিনি বছরজুড়ে দুর্দান্ত খেলেছিলেন। ফরাসি লিগে সর্বোচ্চসংখ্যক গোলে অ্যাসিস্ট করেছিলেন। বিশ্বকাপের পর পিএসজির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ করে তিনি বেছে নেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের দল ইন্টার মায়ামিকে। সেখানেও দুর্দান্ত আর্জেন্টাইন তারকা।
অন্যদিকে দেশকে বিশ্বকাপ না জেতাতে পারলেও পিএসজির হয়ে দারুণ খেলেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ফরাসি লিগে একের পর এক গোল করে চলেছেন তিনি।
হলান্ডও এবার 'দ্য বেস্ট' পুরস্কারের বড় দাবিদার। ফিফার বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে ম্যানচেস্টার সিটির এই নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার করেছেন ২৮টি গোল। ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শুসহ প্রিমিয়ার লিগের গোল্ডেন বুট, সেরা খেলোয়াড় ও সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কার এরই মধ্যে জিতেছেন তিনি।
দেশকে বিশ্বকাপ না জেতাতে পারলেও পিএসজির হয়ে দারুণ খেলেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে দেশকে বিশ্বকাপ না জেতাতে পারলেও পিএসজির হয়ে দারুণ খেলেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পেটুইটার সংক্ষিপ্ত তালিকায় যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে সর্বোচ্চ পয়েন্ট ও ভোট যিনি পাবেন, তাঁর হাতেই উঠবে পুরস্কার।
এর আগে ফিফা বর্ষসেরা কোচের লড়াইয়ের সংক্ষিপ্ত তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে জায়গা করে নিয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটির পেপ গার্দিওলা, ইন্টার মিলানের সিমোনে ইনজাগি ও নাপোলির লুসিয়ানো স্পালেত্তি।

জয়াসুরিয়া এবার শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট পরামর্শক

আপনজ ডেস্ক: সাবেক অধিনায়ক সনাৎ জয়াসুরিয়াকে ক্রিকেট পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)। আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তাঁকে এক বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে সে দেশের বোর্ড। এসএলসি বলেছে, তাদের জাতীয় কার্যক্রমগুলো যাতে সর্বোচ্চ পর্যায়ের পেশাদারত্ব অর্জন করতে পারে, জয়াসুরিয়া এবার সে দায়িত্ব পালন করবেন। 'উৎকর্ষ' আনতে সব খেলোয়াড় ও কোচ পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে তাঁর। এ উদ্দেশ্যে হাই পারফরম্যান্স সেন্টারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব অনুশীলন ও কোচিংয়ের চাহিদা দেখভাল করবেন তিনি। পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ স্কিল প্রোগ্রামও চালানোর কথা তাঁর।
এর আগে ২০১৩ সালে এসএলসির প্রধান নির্বাচক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন জয়াসুরিয়া। ২০১৫ সাল পর্যন্ত সে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। ২০১৬ সালে আবার সে পদে ফিরেছিলেন, সেবার ছিলেন ২০১৭ সাল পর্যন্ত।
১৯৯৬ সালের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য জয়াসুরিয়া ওয়ানডে ইতিহাসেরই অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার। প্রায় ২২ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ১১০টি টেস্টের সঙ্গে তিনি খেলেছেন ৪৪৫টি ওয়ানডে ও ৩১টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে করেছেন ২১ হাজারের ওপর রান, ৪২টি শতকের পাশাপাশি ৪৪০টি উইকেট আছে তাঁর। অবশ্য খেলোয়াড়ি জীবনের পর কলঙ্কও সঙ্গী হয়েছে সাবেক লঙ্কান অধিনায়কের।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**